সেকাল আর একাল।

৮।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু

প্রণীত।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা :

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শক ১৮০০।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও আমি, আমরা দুইজনে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য করিতাম, ইহা ১৭৯৪ শকের ফাল্গুনমাসে হঠাৎ একদিন মনে পড়িল। বোধ হইল, আমরা যেন সেই প্রকাণ্ড ডেস্কের সম্মুখে এখনও দুই জনে কার্য্য করিতেছি। এইরূপ পূর্ব্বকার বন্ধুতার ব্যাপার হঠাৎ স্মৃতিপথে জাগরূক হওয়াতে অক্ষয়বাবুর সন্দর্শন জন্য মন ব্যাকুল হইল। তৎপরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত বালীতে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাক্ষাতের সময় নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ এক-জন প্রবন্ধ লিখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমি ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, আমি সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি,

পূর্ব্বে আমার এইরূপ মানস ছিল। অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবিত বিষয় আর এই বিষয়টি প্রায় সমান। পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা থাকাতে সহসা অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তৎপরে জাতীয় সভায় ঐ শকের ১১ চৈত্র দিবসে সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া একটি বক্তৃতা করি। আমার প্রিয় বন্ধু ও ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ঐ বক্তৃতার নোট্ লিখিয়াছিলেন। সেই সকল নোট্ হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রবন্ধটি লিখিয়া অক্ষয়বাবুকে দেখান হইয়াছিল। তিনি যে সকল স্থান পরিবর্ত্তন অথবা যে সকল স্থানে নূতন বিষয় সংযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্থানে তাহা করিয়া দিয়াছি। এই প্রবন্ধ রচনাতে আমার বর্ত্তমান অপটু শরীরে যতদূর পরিশ্রম করিতে পারি, তাহা করিতে ত্রুটি করি নাই; এক্ষণে যাঁহার প্রস্তাবে এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে, তিনি স্নেহের, এবং সাধারণবর্গ অনুগ্রহের, কোমল করপল্লবে ইহা গ্রহণ করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

কলিকাতা,—মির্জ্জাপুর :

২২এ আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকের দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কন সময়ে ইহার পরিবর্দ্ধন কার্য্যে মধুর তুলসীদাসী রামায়ণের মধুর অনুবাদক বান্ধব-বর সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় সে কাল সম্বন্ধীয় কতকগুলি সম্বাদ আমাকে দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি যে সকল সম্বাদ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ নোটের আকারে পুস্তকের পত্র-নিম্নে প্রকাশিত হইল, যে সকল সম্বাদ মূলে গৃহীত হইয়াছে, তাহা এই [ ] চিহ্নের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে ইতি।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

কলিকাতা:
২২এ চৈত্র, ১৮০০ শক।
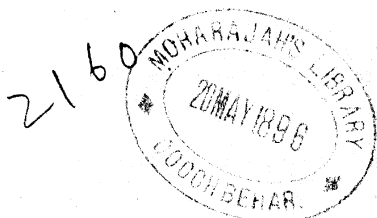
সে কাল আর এ কাল।

কিছু দিন হইল, আমি এই জাতীয় সভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। অদ্য "সে কাল আর এ কাল" এ বিষয়ে কিছু বলিবার মানস করি। "সে কাল আর এ কাল" এই নামটিই কৌতুকজনক। বস্তুতঃ আমি আপনাদিগের সহিত কৌতুক ও আমোদ করিব বলিয়াই অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। যেমন সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া, লোকে সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে, তদ্রূপ আমি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার নিমিত্ত বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণ প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রম করিয়া, আপনাদের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য অদ্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি। কিন্তু ভরসা করি, অদ্যকার বক্তৃতা কেবল আমোদজনক হইবে এমন নহে, ইহাতে উপকারও লাভ হইতে পারিবে। কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা আমার অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য।

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "সে কাল আর এ কাল"। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকালেজ এই মহানগরে সংস্থাপিত হয় ১৮৩০ সালে ঐ

বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। ঐ বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময়ে একটি নূতন ভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময় তাহা "সে কাল" এবং তাহার পরের কাল "এ কাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।

প্রথমতঃ আমি সে কালের সংক্ষেপ বিবরণ বর্ণন করিব ও তৎপরে এ কালের সংক্ষেপ বিবরণ বলিব। এ কালের বিবরণের সময় সে কালের সঙ্গে তুলনায় এ কালে কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, আর কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

কোন কাল বর্ণনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই কালের প্রধান প্রধান শ্রেণীর লোকের চিত্র প্রদর্শন করিয়া, সেই কালের লোকেরা সাধারণতঃ দৈনিক জীবন কিরূপে যাপন করিতেন ও জীবনের প্রধান কার্য্য—যথা, ধর্ম্মসাধন, বিষয়কার্য্য সম্পাদন ও আমোদ সম্ভোগ—কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা বর্ণন করিলে সেই কালের প্রকৃত ছবি মনে প্রতিভাত হইতে পারে। আমি সে কালের এই রূপ বর্ণনা করিয়া পরে বর্ত্তমান কাল বর্ণনা করিব। যে সকল আচার ব্যবহার ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে অথচ এখনও কিছু কিছু আছে, তাহা সে কালের আচার ব্যবহার বলিয়া গণ্য করিব।

সে কালের বিষয় বলিতে হইলে সে কালের সাহেবদের বিষয় অগ্রে বলিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বাঙ্গালী-দের বিষয় বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন?

তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের শাসন-কর্ত্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা জন্য, সে কালের সাহেবেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সে কালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কি রূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সে কালের বাঙ্গালিদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সে কালের সাহেবদিগের বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। সে কালের সাহেবদিগের সর্ব্বাগ্রে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা আমাদিগের রাজা। রাজার সম্মান অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সে কালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরেজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐ রূপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁকৃতেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেল্‌তেন।* ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি

* এখানে যে বর্ণনা করা গেল তাহা ইংরাজী আমলের প্রথম সময়ের প্রতি খাটে।

তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারি ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পূজা করাইতেন।* বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানির পূজা হইয়া, তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালী-দের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। এ কালেও গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সে কালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁঠুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্র-পুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখন-কার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁদের আর এ দেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, যাঁহারা এই কথার ব্যভিচারস্থল স্বরূপ। কিন্তু আমি যেরূপ বর্ণনা

---

* বহু কাল হইল, একজন সম্ভ্রান্ত সৈনিক সাহেব যোগীদিগের অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া স্বয়ং যোগী হইয়াছিলেন। ইনি পঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনেক দিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

করিলাম, এরূপ সাহেবই অধিক। পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এদেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভট কবিতাকার, হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লেখিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে সে কালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিম্নে লিখিত হইল।

আদর্শ।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥

নকল।

হেয়ার্ কল্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥

এই সকল মহাপুরুষদিগের বিষয় মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কট্‌লণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম স্থষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ারস্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দুকালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। আমি এক জন তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আমি যেন

দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। কল্‌ভিন্ সাহেব এই কলিকাতা নগরের এক জন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর হইয়া ছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল। জন পামরকে লোকে " Prince of Merchants " অর্থাৎ সওদাগরদের রাজা বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গোরের উপরে " Here lies John Palmer, friend of the poor," " এখানে দরিদ্র-জন-বন্ধু জন পামর আছেন," কেবল এই বাক্যটি লিখিত হইয়াছিল। কেরি ও মার্শমেন সাহেব খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরাম-পুরে বাস করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার স্থষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সে কালের এই সকল মহদন্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর সে কালের বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সে কালের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি গুরু মহাশয়ের উপর প্রথম পতিত হয়। গুরু মহাশয়-দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্র-

দিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল। নাড়ুগোপাল অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকাব নির্দ্দয় দণ্ড প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাল পাতে; তার পর পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলার পাতে; তার পর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে ও গুরু দক্ষিণা ও দাতাকর্ণ নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা, গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরু মহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন। আমার স্মরণ হয়, আমি যখন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ করিতাম, তখন রামনারায়ণ নামে আমার এক জন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি কোন দোষ করিলে, গুরু মহাশয় যখন রামনারায়ণ! বলিয়া ডাকিতেন, তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত!

গুরু মহাশয়ের পর আখন্‌জীর বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আখন্‌জী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদনা ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগরেদ্‌রা নিয়ত বশবর্ত্তী। চাকর দ্বারা জল আনয়ন কার্য্য করিয়া লওয়া আখন্‌জীর মনঃপূত হইত না। তাঁহার সাগরেদ্‌দিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারশী পড়ার বড় ধুম। তখন পারশী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়। পন্দনামা, গোলেস্তা, বোস্তা, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি পুস্তক সাধারণ

পাঠ্য পুস্তক ছিল। কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু একটু পাঠ করিতেন। আখন্‌জীরা পারশীর উচ্চারণ অতি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

[এইখানে বক্তা হাফেজের একটি কবিতা আখন্‌জীদিগের মত প্রথম উচ্চারণ করিয়া, পরে তাহার প্রকৃত ইরাণী উচ্চারণ শ্রোতাদিগকে শুনাইলেন। সে কবিতার অর্থ এই "যদি সেই শিরাজের প্রণয়িনী আমার উপহারদত্ত চিত্ত তাঁহার হস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার মুখের একটি মাত্র কৃষ্ণবর্ণ তিলের জন্য আমি সমর্কন্দ ও বোখারা নগরদ্বয় প্রদান করিতে পারি।"]

অতঃপর সে কালের ভট্টাচার্য্যগণ আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্য্যগণ যেমন বিষয় বুদ্ধিতে বিষয়ী লোকের ঘাড়ে যান, সে কালের ভট্টাচার্য্যেরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ় রূপে জানিতেন এবং অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন। সে কালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি রাজসভাবিচরণকারী চাটুকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় সভ্যতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। এক দিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে, এজন্য ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে?" এখন, ন্যায় শাস্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ, যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না। ভট্টাচার্য্য তাহাই বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "কৈ না, আমার কিছুই অনুপপত্তি নাই। রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি আছে?" এখন, অসঙ্গতি শব্দের ন্যায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমন্বয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা দেখিলেন, মহা মুস্কিল। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন আছে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "না, কিছুই অনটন নাই; আমার কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিব্য পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, আমি সচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।" আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, এমন সরল সাধু সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে লোকে বুনো বলিত। ইনি যদি বুনো, তবে সভ্য কে? আর এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বিষম বিপদ। ডাইল উথলিয়া পড়া কি প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোন্মুখ ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাহার ব্রাহ্মণী পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, "এ কি? ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পার নাই?" এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললগ্নীবাসা হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা বল; অবশ্য কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি

প্রকারে সাধন করিতে পারিলে?”। যদ্যপি এই গল্পে বাহুল্য বর্ণনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উহা যে, সে কালের ভট্টাচার্য্য-দিগের অসামান্য সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। এক জন ভট্টাচার্য্য পুথি পড়িতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি হইলে তাঁহার তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টীকা লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে একটা গাঁজা পুড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টীকা ধরাইতে উপ-স্থিত হইলেন, কিন্তু ঘরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অতঃপর সে কালের রাজকর্ম্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই-তেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের এক জন দেওয়ানের কথা এই রূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদয় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশ-পরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত।* শুনা

---

* এই প্রথার জের এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্য্যন্ত টানিয়াছিল। অনেকে অবগত আছেন বাবু রামকমল সেন মহাশয়ের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার

আছে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ-বৎসর-বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ি ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কি রূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন। এখন সে রূপ নাই। এ বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি। এই বিষয়ে পরে আরো বলিব।

পরিশেষে সে কালের ধনী লোকদিগের বর্ণনা করা হইতেছে। ইহাঁরা অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। পুষ্করিণী খননাদি পূর্ত্তকর্ম্মে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাঁহারা অতিথিসেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণ রূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদিগকে বিশিষ্ট অর্থানুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

সে কালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগের সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে ইহাঁরা সাধারণত দৈনিক জীবন কি প্রকারে যাপন করিতেন ও জীবনের প্রধান কার্য্য সকল অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান, বিষয় কর্ম্ম ও আমোদ

তিন পুত্র হরি বাবু, প্যারী বাবু, ও বংশী বাবু, টেঁকশালের দেওয়ান হইয়াছিলেন। বংশীবাবুর পর হরিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুবাবু দেওয়ান হন, যদুবাবু জয়পুরে যাত্রা করিলে পরিশেষে বিখ্যাত কেশববাবু পর্য্যন্ত কিছু দিন উক্ত দেওয়ানী কর্ম্ম করেন।

প্রমোদ কি রূপে করিতেন, তদ্বিষয় বলিলেই সে কালের চিত্র সম্পূর্ণ হয়।

সে কালের রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত অপর সাধারণ লোকে কি রূপে দৈনিক জীবনযাপন করিতেন, তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে। জীবনোপায়ের সুলভতা প্রযুক্ত তাঁহারা দলাদলি, ক্রীড়া কৌতুক ও কথকতা শ্রবণে কাল যাপন করিতেন। কথকতা অতি শ্রবণযোগ্য ব্যাপার। ভাল ভাল কথকের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। বড় বড় দাঁত কাটা এজুকে* রামধন ও শ্রীধর কথকের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ইওরোপে স্কুলে বাগ্মিতা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে কথকতা শিখিলেই বাগ্মিতা শিখা হইত। কথকতা প্রকৃত বাগ্মিতার কার্য্য। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কথকতার ক্রমে লোপ হইতেছে। কথকতা রীতি স্থিরতর থাকিয়া তাহার বিষয় ও প্রণালীতে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে সে কালের লোকেরা জীবনের প্রধান কার্য্য সকল অর্থাৎ তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান, বিষয়কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদ কিরূপে করিতেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

সে কালের লোকদিগের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হইত। তাঁহারা যে রূপ বিশ্বাস করিতেন, তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম সকল যত্নপূর্ব্বক পালন করিতেন—প্রাণপণে পালন করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম না ভঙ্গ হয়, এ বিষয়ে তাঁহারা বড় সাবধান ছিলেন। রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পূজার সময় সাহেব-

* "এজু" শব্দ ইংরাজী "Educated" শব্দের অপভ্রংশ।

দিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন বলিয়া অন্যান্য হিন্দুগণ তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে কালে ধর্ম্মবিষয়ে, ভিতরে একখান বাহিরে একখান, এরূপ ছিল না। এক্ষণে যেমন দালানে পূজা হইতেছে, বৈঠক-খানায় মদ্যপান ও উইলসনের দোকানের খানা চলিতেছে, অন্তরে দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই, কিন্তু সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বাহ্য ঠাট বজায় রাখিতে হইবে, সে কালে এবম্ভূত ব্যাপার দৃষ্ট হইত না।*

সে কালের বিষয়ী লোকেরা কি রূপ বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন তাহা সে কালের বিষয়ী লোকদিগের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক করে না।

এক্ষণে সে কালের আমোদ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কবি, যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি সে কালের প্রধান আমোদ ছিল। তাহার মধ্যে কবি প্রধান। হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু নর্সিং, রাম বসু, ভবানী বেণে, ইহাঁদিগের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল। কবিবর ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু যত্নে ইহাঁদের অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নিতে বৈষ্ণব অর্থাৎ নিতাইদাস বৈরাগী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রেই নিতাই দাসকে বায়না দিতেন; ইহাঁর সহিত ভবানী বেণের সঙ্গীতযুদ্ধ ভাল হইত। যথা—প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই'। এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল নিতে ভবানের

* গত পূজার সময় (এই বক্তৃতা করিবার সাত মাস পরে) এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন একটি সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

Prime York hams in canvas just in time for the Poojah."

লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত তাঁহার গৃহে লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্যভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত, তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরু ঠাকুর, নিতাই দাস, এবং ভবানী বণিক এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রূপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমারহট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাশডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের প্রায় সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদ গদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইহাঁরা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্ব্বস্ব হইতেন, এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত। কত স্থানে কত বার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠী কাটা-কাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে 'নিত্যানন্দ প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাঁর গাহনার প্রাক্কালে প্রভু উঠেছেন বলিয়াই গোঁড়ারা ঢল ঢল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।"

কবিওয়ালাদিগের এক একটি কবিতা এমন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হরু ঠাকুরের একটি কবিতাতে এই রূপ উক্তি দেখা যায়—

"নাম প্রেম তার, সাকার নহে, বস্তুটি সে নিরাকার,
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার।
সুখে লোক বলয়ে পিরিতি সুখের সার;
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন জীবনে যেন মরে রই॥"

কি চমৎকার ভাব! ইহা প্লেটো অথবা কোল্‌রিজের উপযুক্ত! কোল্‌রিজ্‌ এক স্থানে বলিয়াছেন—

"All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame
Are all but ministers of love
And feed his sacred flame."

হরু ঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না। হরু ঠাকুরের অপর একটি গীতি আছে—

"প্রেম কি যাচ্‌লে মিলে, খুঁজিলে মিলে?
সে আপনি উদয় হয়, শুভ যোগ পেলে।"

হরু ঠাকুরের কবিতা মধ্যে আছে—

"আমিত পাষাণ হয়ে
ছিলাম তোমারে ভুলে
প্রেমসাধ ত্যজিয়ে
তুমি কেন আসি, প্রাণ! পুন দর্শন দিলে।"

রাম বসু এক স্থানে কোন সাধ্বী স্ত্রীর বিরহ যন্ত্রণা বর্ণনা করিয়াছেন—

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি,
আর বলা হলো না।

সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তারে,

নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিতো লোকে।

সখি ধিক্ ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,

নারী জন্ম যেন করে না।

একে আমার এই যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো,

এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো।

যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,

সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়ন জলে,

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,

লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না॥"

কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র! রাম বসু কোন স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,

"বসন্তে শুধাও সখি নাথের মঙ্গল কি?

কাল আসিব বলে নাথ করেছে গমন,

ভাগ্যদোষে যদি, সে হল মিথ্যাবাদী, চারা কি এখন?

পতি গতি মুক্তি অবলার, সুখ মোক্ষ সে গো আমার,

তাহার কুশল শুনে কুশলে কুল রাখি।"

রাম বসু অন্য এক স্থানে লম্পট স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,

"প্রাণ! তুমি আপনার নহ, আমার কি হবে!"

এই সামান্য বাক্যে কি গভীর মানব-স্বভাব-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে! নিতাই দাস বৈরাগী এক স্থানে বলিয়াছেন—

" বিধি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
এ তিন অক্ষর, করিল সংযোগ
রসিকের সুখ আশ্রয়।"

সে তিন অক্ষর পি, রি, তি। যে ব্যক্তি এই কবিতাটি উক্ত করিয়াছেন, তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের মহত্ত্ব ও দেবভাব অবশ্যই পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ কবিতাটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংগ্রহে নাই; কোন লোকের মুখে পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে কবিতাওয়ালারা উচ্চ দার্শনিক ভাবেও আরোহণ করিতেন। গোঁজ্লা গুঁই নামে এক জন কবিওয়ালা স্বামীর উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন,

"তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ, প্রাণ! তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।"

কবিওয়ালারা কেবল আমোদজনক কবিতা গান করিতেন এমন নহে, কবি গাইবার সময় পরমার্থভাবপূরিত সঙ্গীতও গাইতেন। হরু ঠাকুরের রচিত এইরূপ একটি গান আছে—

" হরিনাম লইতে অলস করো না রসনা,

যা হবার তাই হবে।

ভবের তরঙ্গ বেড়েছে বলে কি ঢেউ দেখে লা ডুবাবে।"

পাঠান্তর—

"ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে লা ডুবাবে।"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—" কি মনোহর! কি মোহহর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন মাত্রেই অশ্রুপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবালবৃদ্ধবনিতামাত্রেই মুগ্ধ হইতে থাকেন। সকলেরই অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়, সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করে; মনের সমুদয় মোহ বিকার হরণ পূর্ব্বক ভাব ভক্তি ও জ্ঞানের প্রভাবে মরণ-হরণ-চরণ-স্মরণ করিতে থাকে। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নামসংকীর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর, কি ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কি এক নিগূঢ় মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে ব্যক্ত করণে অশক্ত হইলাম।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই কথা অতি যথার্থ।

এই সকল কবিওয়ালারা তখনকার বিশেষ প্রতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে এক জন অদ্ভুত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহার নাম আণ্টুনি ফিরিঙ্গী। এক জন ফিরিঙ্গী হিন্দু-কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এই আশ্চর্য্য! শুনা গিয়াছে, আণ্টুনি ফরাশডাঙ্গার এক জন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।* তিনি দুর্গার প্রতি উক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানি না, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী",

পুনরায়——

"আণ্টুনি ফিরিঙ্গী বলে, নিদান কালে মা,
দিও চরণ দুখানি দিও চরণ দুখানি।"†

---

* আণ্টুনি সাহেব গরীটির বাগানে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমার কোন আত্মীয় বলেন "আণ্টুনি সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাশডাঙ্গার সন্নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেল-রোড হইবার পুর্ব্বে বাটী যাইবার সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্ব্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আণ্টুনি সাহেবের ভগ্ন বাটী সর্ব্বদা আমাদিগের দৃষ্টি-গোচর হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যু-দলের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

† আণ্টুনি ফিরিঙ্গীর এক জন বিপক্ষ কবিওয়ালার গীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

যখন বঙ্গসমাজ এইরূপে চলিতেছিল, তখন ইহা পরিবর্ত্তন করিতে এক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কে, না, স্কুলমাষ্টর। প্রথমে তাঁহার বেশভূষা অদ্ভুত, ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে একজন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন জরির জুতা ও মতির মালা পরিয়া আসিতেন। এখন একবার মনে করে দেখুন দেখি, প্রেসিডেন্সি কালেজের একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক মতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায় দিয়া বসিয়া পড়াইতেছেন, কি চমৎকার বোধ হয়! সর্ব্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে, টামস্ ডিস্ প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুলমাষ্টর, কামরূপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। "স্কুলমাষ্টর" পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামার, স্পেলিং ও রীডর। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। তুতিনামা ঐ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি আরবি নাইট পড়িতেন। যিনি রয়েল গ্রামার পড়িতেন,

---

*

" আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কফন্ চোর।
ভাঙ্গে রাত হোলে সব মৌত্ত গোর॥
টাট্‌কা গোরে হুট্‌কা ভূতের রব, একি অসম্ভব,
এ হুমকি দিয়ে বস্ত্র লোটে সব ;
এর ঠাঁয় ঠিকানা গেল জানা ;
মাস্থর হলো তিন সহর॥ " হ, মো, সে।

আর এক জন বিপক্ষ কবিওয়ালা আণ্টুনির দুর্গার নিকট প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন।

" ঈশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জ্জেতে।
তুই জাত ফিরিঙ্গী জবড়জঙ্গি পারবি না ক তরিতে॥" গ্রন্থকর্ত্তা।

লোকে মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান্ আর কেহ নাই। Grammar, Logic ও Rhetoric অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়ে তখন কতকগুলি উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল। তাহাদের নাম Port Royal Grammar, Port Royal Logic ইত্যাদি। লোকে বলিত "রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ;" যেমন ময়াল সাপ বৃহৎ সাপ, তেমনি রয়েল গ্রামার পড়া অনেক বিদ্যার কর্ম্ম। তখন স্পেলিংএর প্রতি লোকের বড় মনোযোগ ছিল। বিবাহ সভায় এই বিষয়ে বড় পীড়া-পীড়ি হইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Nebu-chadnezzar? কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Xer-xes? ঐ সকল শব্দ ও Xenophon, Kamschatka প্রভৃতি শব্দের বানান জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের বিদ্যার পরীক্ষা হইত। তখন ঐ রূপ সভায় ইংরাজী ওয়ালারা পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, "What denomination put your papa?" তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ প্রণালী ছিল। যথা—(এক একটি শব্দের এক একটি অর্থ)।

গাড (God)	ঈশ্বর।
লাড (Lord)	ঈশ্বর।
কম্ (Come)	আইস।
গো (Go)	যাও।
আই (I)	আমি।
ইউ (You)	তুমি। ইত্যাদি।

এক একটি ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একেবারে সাধিতে হইত। যথা; Well-আচ্ছা-ভাল-পাতকো; Bear—সহ-বহ-ভল্লুক।

সে কালের লোকেরা যাহার উচ্চারণ সমান মনে করিতেন, এমন কতকগুলি ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ একবারে অভ্যাস করিতেন। যথা—ফ্লোর (Flower) ফুল; ফ্লোর (Flour) ময়দা, ফ্লোর (Floor) মেজে। তাঁহারা "Flower" "Flour" ও "Floor" এই তিন শব্দ এক রকম উচ্চারণ করিতেন। তখন লোকে ডিক্‌ষনরি মুখস্থ করিত। তাঁহারা এক এক জনে Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন। মনে করুন, ডিক্‌ষনরি মুখস্থ করা কি বিষম ব্যাপার! তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্য শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম স্বর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুলমাষ্টর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘোষাব? গ্যার্ডেন্ (Garden) ঘোষাব, না স্পাইস্ (Spice) ঘোষাব?" ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার নাম মুখস্থ বলাব? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোষাও, তবে সর্দ্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, "পম্‌কিন্ (Pumpkin) লাউ কুম্‌ড়ো," অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল, "পম্‌কিন্—লাউ কুম্‌ড়ো।"—সর্দ্দার পোড়ো বলিল, "কোকোম্বর (Cucumber) শসা," আর সকলে অমনি বলিল, "কোকোম্বর শসা।" সর্দ্দার পোড়ো বলিল, "ব্রিঞ্জেল (Brinjal) বার্ত্তাকু," আর সকলে অমনি বলিল "ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু।" সর্দ্দার পোড়ো বলিল, "প্লোম্যান (Ploughman) চাসা," আর সকলে অমনি বলিল, "প্লোম্যান চাসা।" এই সকল শব্দ গুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়।—

পম্‌কিন্ লাউ কুম্‌ড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল্ বার্ত্তাকু, প্লোমেন্ চাসা॥

কথন কথন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বস্থান হইত। যথা—

খাম্বাজ রাগিণী,—তাল ঠুংরি।

নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেষ্ট (Nearest) অতি কাছে।

কট্ (Cut) কাট্, কট্, (Cot) খাট্, ফলোয়িং (Following) পাছে।

এ ছাড়া আবার "আরবি নাইটের পালা" হইত, অর্থাৎ তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ইংরাজী পয়ারে লিখিত আরবিয়ান নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া বেড়ান হইত।

" The chronicles of the Sassanians
That extended their dominions. "

এই রূপ পয়ারে উল্লিখিত আরবি নাইটের পালা রচিত হইত।

ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপ-কথন আরো চমৎকার ছিল। এক জন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল—মাষ্টর ক্যান্ লিব্, মাষ্টর ক্যান্ ডাই। (Master can live, master can die) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব " What, master can die ? " এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠী উচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, "ডাই" শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন 'ষ্টাপ্ দেয়ার" "(Stop there)' অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠী উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, "ডাই মি" (Die me)

অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। ইফ্ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক ষ্টোন্ ডাই, মাই ফোর্‌টীন্ জেনেরেষণ ডাই।" "If master die, then I die, my cow die, my black-stone die, my fourteen generation die।" "যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু * মরিবে, আমার ব্লাক ষ্টোন অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোর্‌টিন জেনেরেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।" একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পর দিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কেন আইস নাই?" সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, "চর্চ্চ"† (Church)। রথের আকার গির্জ্জার মত, তাই এই কথাটি বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু চর্চ্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এজন্য পরক্ষণেই বলা হইল, "উডেন্ চর্চ্চ" অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—"থ্রি ষ্টারিস্ হাই।" "Three stories high," "গাড আলমাইটী সিট্ অপন" (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথ দেব বসিয়া আছেন, "লাং লাং রোপ" (Long long rope) "থৌজণ্ড মেন ক্যাচ" (Thousand men catch), "পুল পুল পুল" (Pull, pull, pull,)

---

* এই দেশে কাউ শব্দের ভাগ্য তিন বার পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমে উহার উচ্চারণ কো ছিল, পরে কৌ হয়, তাহার পর এক্ষণে কাউ হইয়াছে।

† এই শব্দে যে কয়েকটি "চ" আছে, তাহা তালব্য বর্ণ রূপে উচ্চারণ না করিয়া জিহ্বামূলীয় বর্ণরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে এবং দীর্ঘায়ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সরকার যে রূপে ঐ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল সেইরূপ হইবে।

" রনাওয়ে রনাওয়ে " (Run away, run away,) " হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।"

ইংরাজী শিক্ষার এই দুর্দ্দশা হিন্দুকালেজ সংস্থাপিত হইলে বিমোচিত হইল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সর জন হাইড ইষ্ট (Sir John Hyde East) এবং ডেবিড হেয়ার (David Hare) এই মহাত্মাদ্বয় প্রথমে ঐ কালেজ সংস্থাপিত করেন। উহার অন্য নাম মহাবিদ্যালয়। হিন্দুকালেজ বস্তুতঃ মহাবিদ্যালয় নামেরই উপযুক্ত ছিল। সর জন হাইড ইষ্ট সুপ্রীমকোর্টের জজ ছিলেন। ডেবিড হেয়ারের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই দুই লোকহিতৈষী উদারাশয় মহাত্মা ব্যক্তির যত্নে হিন্দুকালেজ সংস্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয় এতদ্দেশীয়দিগের টাকায় সংস্থাপিত হয়। প্রথমতঃ কেবল এতদ্দেশীয়গণ তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কেবল তাঁহারাই উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহারা উপযুক্ত রূপে উহার অধ্যক্ষতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের হস্ত হইতে উহার কার্য্যভার বিশেষ ইংরাজী কৌশল প্রয়োগ দ্বারা কাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

এই সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব ভাব হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয় ও সেই ভাব এখনও কার্য্য করিতেছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কেবল ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা যে উহার এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এমত নহে। আর একটি ঘটনা উহার একটি প্রধান কারণ স্বরূপ গণ্য করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন। সমুদায় হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন রায় এই সত্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর এক মাত্র নিরাকার।

তাহাতে অনেকে এই রূপ মনে করিলেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহা দ্বারাই হিন্দু-ধর্ম্ম প্রকৃত রূপে রক্ষিত হইবে।

এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুসমাজে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহার বিবরণ ব্যক্ত করা যাইতেছে।

হিন্দুকালেজ হইতে প্রথম যে যুবকদল বহির্গত হয়েন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু রীতি নীতিতে অনেক দোষ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ হিন্দু কালেজের শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের উপদেশ। ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কালেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে তত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন। হিন্দু কালেজের ভিতর এক বার একটি তামাসা হইতেছিল। একটি বালক তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে আড়াল করিয়া তামাসা দেখিতে-ছিল। তিনি বলিলেন, "My boy! you are not transparent" "প্রিয় বালক! তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নহ।" তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গী যেমন বলে, "মোদের বিলাত," তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কবিতাটি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের একটি পুরাতন-আখ্যান-মূলক কাব্যের মুখবন্ধ।

" My country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee.
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! one kind wish for thee "

" স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিতো ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় ! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে ।
কোথায় সে বন্দ্য পদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?

দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!"*

দুঃখের বিষয় এই যে, এক জন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দুসন্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভাল বাসিত। তিনিও তাহাদিগের সহবাসে সর্ব্বদা থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বঙ্গ দেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালীদিগের সংসর্গে এরূপ বাঙ্গালী হইয়া যান যে, তিনি যে সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন ফিরিঙ্গীরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে অনুযোগ করিত। তিনি কালেজে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, তজ্জন্য কালেজের অধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে তিনি রাত্রিতে আপনার ইটালিস্থ বাসায় উপদেশ দিবার নিয়ম করিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে এমনি ভাল বাসিত যে, অন্ধকার রাত্রি ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাগবাজার হইতে ইটালী যাইতে সঙ্কোচ করিত না। ডিরোজিওর শিষ্যেরা

* এই অনুবাদের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আমি উপকৃত আছি।

তাঁহার নিকট হইতে যে পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছিল। তাহারা হিন্দুসমাজের নিয়ম সকল অবহেলা করিতে লাগিল। ডিরোজিওর শিষ্যগণের আচরণ হেতু তাঁহার অত্যন্ত নিন্দা হইতে লাগিল, এজন্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। হিন্দুকালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিছু দিন পরে ডিরোজিও সাহেবের মৃত্যু হয়। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র ছিল।

তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক-সম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধত বেশে দোকানদারদের নিকটে গিয়া বলিতেন, "গোরু খেতে পারিস্? গোরু খেতে পারিস্?" এই রূপে প্রচলিত রীতি নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। একবার তাঁহাদের মন্ত্রণা হইল, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েক দিন মন্ত্রণাই হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। একদিন, অদ্য এই কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পথের উপরে সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তা কাহারও সাহস হয় না। শেষে এক জন অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে দোকানের ভিতরে গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি তাঁহার

সঙ্গিগণ তিন বার গগনভেদী স্বরে "Hip! Hip! Hurrah!" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ঐ কাজকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য জয় মনে করিয়া এই রূপ করিয়াছিলেন। এক দিন চাঁদনী রাত্রি, কয়েক জন নব্য-সম্প্রদায়ের লোক ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীতলায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে কাহার আগমন নিরীক্ষণ করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। কাছে আসিতে দেখা গেল, সে এক জন ক্ষৌরিত-মস্তক শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি, মাথায় চেঙ্গারী করিয়া উইলসনের দোকান হইতে রুটী বিস্কুট কেক্ লইয়া আসিয়াছে। যেমন সে মাথার ঝুড়িটি নামাইল, এবং তাহার কামান মাতা চাঁদনীতে চিক্ চিক্ করিতে লাগিল, অমনি সেই জগন্নাথের প্রসাদের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সে দেখে হাঁ কোরে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপরে বর্ণিত আচরণ দ্বারা ডিরোজিওর ছাত্রেরা জাতির বন্ধন শিথিল করেন। তাঁহারাই যে প্রথমতঃ তাহা শিথিল করেন এমত নহে। তাহার পূর্ব্ব হইতে ঐ বন্ধন বিলক্ষণ শিথিল হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম।

হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশীয় কালীপ্রসাদ দত্ত সর্ব্বনীতিবিরুদ্ধ, বিশেষতঃ হিন্দুনীতিবিরুদ্ধ, এক কার্য্য করেন, তাহাতে তিনি জাত্যন্তরিত হয়েন ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে সমন্বয় করিয়া জাতিতে তুলেন। তাহাতেই কালীপ্রসাদী হেঙ্গামের উৎপত্তি হয়। ঐ কার্য্য, বিবী আনর নামক এক জন পরমা সুন্দরী মুসলমানীকে উপপত্নী রাখিয়া তাহার গৃহে কিছুদিন বাস করা। এই কার্য্যটি দ্বারা হিন্দুধর্ম্মবিহিত জাতির নিয়ম বিলক্ষণ ভঙ্গ করা হয়। এই হেঙ্গামাতে হিন্দুসমাজ ভয়ানক আন্দোলিত হইয়াছিল। এক পক্ষে শোভাবাজারস্থ রাজগণ,

অপরপক্ষে মৃত রামদুলাল সরকার প্রভৃতি কলিকাতার তদানীন্তন অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া এই আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে রামদুলাল সরকার বলিয়াছিলেন, "জাতি আমার বাক্সের ভিতর" ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এই হেঙ্গাম সময়ে একটি গীত রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভে আছে,— "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানী।" সেই প্রথম এই রব উত্থিত হয়, এখনও সেই রব শ্রুত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত হিন্দুয়ানী, অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন, সর্ব্বভূতে দয়া এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি ঔদার্য্য ভাব কখন যাইবার নহে।

কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম এবং হিন্দুকালেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া ঐ বিষয়ে বর্ত্তমান সামাজিক পরিবর্ত্তন অনেক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কিন্তু এ সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। আমাদিগের দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রকৃত কারণ, ইংরাজী শিক্ষার স্থির ও স্থায়ী কার্য্য ও ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ। ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ সাধারণ লোককে এখনও তত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই, যত মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। মত পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র হয়, কার্য্যের পরিবর্ত্তন তত শীঘ্র হয় না। কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা রাজকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।

এই রূপে হিন্দুসমাজে যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, তাহা এক্ষণে কতদূর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে দেখ,—তখন কলিকাতাতে একটি কি দুইটি বিদ্যালয় ছিল, এখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সামাজিক পরিবর্ত্তন বিষয়ে দেখ,—এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা হইতেছে, তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হইতেছে, লোক বিলাত যাইতেছে, বিধবার বিবাহ হইতেছে, অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগকে বহির্গমন বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এক্ষণকার কালে চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন; পরিবর্ত্তন বই আর কথা নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন হইলেই যে উন্নতি, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে, তাহা বিচার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যে যে বিষয়ে বঙ্গ সমাজের প্রকৃত উন্নতি বা অবনতি হইতেছে, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি উক্ত সমাজের নিম্নে লিখিত বিষয় সম্বন্ধীয় উন্নতি ও অবনতির বিষয় বিবেচনা করিব।

১। শরীর।

২। বিদ্যা শিক্ষা।

৩। উপজীবিকা।

৪। সমাজ।

৫। চরিত্র।

৬। রাজ্য।

৭। ধর্ম্ম।

প্রথমতঃ। শারীরিক বলবীর্য্য।—এ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, আমার পিতা ও পিতামহ বড় বলবান্ ছিলেন। সে কালের লোকের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান লোকদিগের কিছুই বল নাই

বলিলে হয়। আমি জানি, কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে একটা বাঘ আসিয়াছিল, সেই গ্রামের একজন ভদ্র ব্যক্তি তাঁহারই মত বলবান্ একজন নাপিতকে সঙ্গে লইয়া লাঠী হাতে করিয়া বাঘ মারিতে বেরুলেন। বিবেচনা করুন, লাঠী দ্বারা বাঘ মারা কত বড় সাহসের কর্ম্ম! তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরেল সর্ জন্ লরেন্স উত্তরপাড়ার স্কুলের বালকদিগকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সে কালের বাঙ্গালীদের তুলনায় এ কালের বাঙ্গালীরা নিতান্ত ক্ষীণ। চল্লিশ বৎসরে চাল্‌শে ধরে, এই সকলে জানেন; এক জনকে আমি দেখিলাম, তিনি ভাল দেখিতে পান না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়ের কি চালশে ধরেছে? তিনি বলিলেন, "না, পায়তারা ধরেছে।" অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। "এ বয়সে দৃষ্টির খর্ব্বতা হইলে, তাহাকে আর চাল্‌শে কেমন করে বলা যায়, পায়তারা বলিতে হয়।" কি আশ্চর্য্য! ইহার পর আমাদের দেশের লোকেরা কি সত্য সত্য বেগুন গাছে আঁকুষি দিবে না কি? এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক জীবিত ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমাদিগকে খর্ব্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন, সন্দেহ নাই। ছেলেবেলা সে কালের স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প সকল শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, পুরুষের এরূপ সাহসের কার্য্য শুনা যায় না। এক্ষণকার পুরুষেরা একটা শিয়াল তাড়াইতেও সক্ষম নহে। এই শারীরিক বলবীর্য্য হানির কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। সেই সকল কারণ নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। বাল্য বিবাহাদি যে সকল কারণ সে কাল এ কাল দুই কালে সাধারণ, তাহা এখানে ধরা

গেল না, কেবল এই কালে যে সকল কারণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই ধরা গেল।

১। এ কালের লোকের বলবীর্য্য ক্ষয়ের ও অল্পায়ুর প্রথম কারণ, দেশের নৈসর্গিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বলিতে হইবে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের এক প্রধান প্রমাণ এই যে, পূর্ব্বে শীতকালে যেরূপ শীত হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না। পূর্ব্বে সামান্য গৃহস্থকেও শীতকালের অধিকাংশ দিন আহারের পর গরম জলে আঁচাইতে হইত। কিন্তু এক্ষণে কেহ সেরূপ করে না। ষাইট সোত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের নবদ্বীপবাসী ব্যক্তিরা বলিতেন যে, তাঁহারা বাল্যকালে ঘরের চালের উপর খড়ী গুঁড়ার ন্যায় এক পদার্থ পড়িতে দেখিতেন, তাহাকে তাঁহারা পালা বলিতেন। সেই পদার্থকে ইংরাজীতে Frost বলে, তাহা অত্যন্ত শীতের চিহ্ন। পূর্ব্বে লোকে কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী, শান্তিপুর প্রভৃতি গ্রামে জল বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যাইত,* কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল স্থান মেলেরিয়া অর্থাৎ দূষিত বাষ্প নিবন্ধন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রয়াগ, কাণপুর প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে যেরূপ স্বাস্থ্যকর ছিল, এক্ষণে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এই সকল স্থানে পূর্ব্বে শীতকালে যেরূপ শীত হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না। নানা কারণে বোধ হইতেছে যে, ভারতবর্ষে একটি মহা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে। এরূপ পরিবর্ত্তন লোকের শারীরিক বল বীর্য্যের প্রতি স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি?

---

* হালিসহরে গঙ্গার ধারে ৺ বলরাম বসুর একখানি আটচালা ছিল, কলিকাতানিবাসী অনেক বাবু আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় তথায় বাস করিতেন।

২। এক্ষণকার লোকের শারীরিক বল-বীর্য্য হ্রাসের আর এক কারণ অতিশয় পরিশ্রম ও অকালে পরিশ্রম। এতদ্দেশে ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিশ্রম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংরাজেরা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন, আমরা সেরূপ কখনই পারি না। কিন্তু ইংরাজেরা চাহেন যে, আমরা তাঁহাদের ন্যায় পরিশ্রম করি। ইংরাজী পরিশ্রম এ দেশের উপযুক্ত নহে। অতিশয় পরিশ্রম যেমন শারীরিক বল বীর্য্য ক্ষয়ের কারণ, তেমনি অকালে পরিশ্রম তাহার আর এক কারণ। এখনকার রাজপুরুষেরা যে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার নিয়ম করিয়াছেন, ইহা এ দেশের পক্ষে কোন রূপে উপযোগী নহে। প্রখর রৌদ্রের সময় কর্ম্ম করিলে শরীর শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বালকেরা যে আহারের পরেই তাড়াতাড়ি স্কুলে যায়, এবং তথায় বদ্ধ বায়ুতে এক গৃহে শত শত ব্যক্তি গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে থাকে, তাহাতে তাহাদের বিলক্ষণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। পাদরি লং সাহেব আর এক জন ভদ্র সাহেবকে লইয়া কোন স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐ ভদ্র সাহেবটি স্কুলের ভিতরে ঢুকিয়া ছাত্রদিগের নিশ্বাসের গরম বাতাস ও ঘর্ম্মের গন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন "This is hell" অর্থাৎ ইহা নরক স্বরূপ।

৩। ব্যায়াম শিক্ষার অভাব।—পূর্ব্বে গুলিদাণ্ডা ও কপাটি নামক যে সকল ক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিলক্ষণ অঙ্গ চালনা হইত। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে এক এক কুস্তির আড্ডা ছিল, ছেলে বুড়ো সকলে কুস্তি করিত। [শীতকালে রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে বয়স্ক ও অল্প বয়স্ক ভদ্র লোকেরা ঐ সকল কুস্তির আড্ডায় যাইয়া কুস্তি আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদিগের তাল ঠোকার শব্দে অপর লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।]

এখন বয়স্কদিগের কথা দূরে থাকুক্, পোনের ষোল বৎসরের বালকেরা পর্য্যন্ত অঙ্গ চালনা করিতে বিমুখ। কোন জেলা স্কুলে দেখিলাম, নিম্ন শ্রেণীর ছেলেরা খেলা করিতেছে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা খেলিতেছ না কেন ?" তাহারা কিছু উত্তর করিল না; আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "তোমাদিগের খেলা করা কর্ত্তব্য, এত সকাল সকাল বিজ্ঞ হইলে চলিবে না।" ছোট ছোট বালকেরা পর্য্যন্ত যাহাতে অঙ্গ চালনা না করে, তাহার জন্য আমাদিগের দেশীয় লোকেরা বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এখন একটি ছেলে সমস্ত দিন গড় গড় করিয়া পড়া মুখস্থ করিলে তাহাকে শান্ত ছেলে বলা হয়। এই যে শান্ত নাম, ইহা সর্ব্বনাশের গোড়া। ইংরাজেরা ঠিক বলেন, "All work and no play makes Jack a bad boy ;" কোন ক্রীড়া নাই, কেবল পরিশ্রম, ইহাতে বালকের অপকার হয়। যে পরিমাণে মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য, সেই পরিমাণে শারীরিক বলের হানি। স্কুলে গাদা গাদা বহি ধরিয়ে দেয়, ছেলেদিগকে ঐ সব মুখস্থ করিতে হয়, তাহারা দিন রাত কেবল তাহা করে, শারীরিক উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেয় না। যাহারা বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দেয়, তাহাদের বয়ঃক্রম হদ্দো দশ এগার বৎসর। এই অল্পবয়স্ক বালকদিগকে এত পুস্তক পড়িতে হয় যে, ক্রীড়া ও আরাম করিবার অবকাশ পায় না। ঐ জন্য ফলও সেইরূপ ফলিতেছে। ছাত্রেরা রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এক্ষণকার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল উপাধি পায়, আমি তাহা পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী স্বর্গের পথে যাইতে যাইতে

প্রথম দ্রৌপদী, পরে সহদেব, পরে নকুল, পরে অর্জ্জুন, পরে ভীম, এক জনের পর এক জন পড়িয়া গেলেন। সর্ব্বশেষে কেবল একা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন। তেমনি যে সকল ছাত্র প্রথমতঃ এণ্ট্রেন্স কোর্স পড়ে, তাহার মধ্যে কতকগুলি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা না দিতে দিতে পড়িয়া যায়। ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা না দিতে দিতে আর কতকগুলি পড়িয়া যায়। বি, এ, পরীক্ষা না দিতে দিতে আর কতকগুলি পড়িয়া যায়। এম, এ, উপাধি প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বর্গারোহণ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এক হিসাবে বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী মানুষ মারিবার কল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৪। অতিশয় পরিশ্রম, অসময়ে পরিশ্রম ও ব্যায়াম চর্চ্চার হ্রাস নিবন্ধন এখনকার লোকের ভোজন-শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এটি শারীরিক বল-বীর্য্য ক্ষয়ের কার্য্য ও কারণ দুইই। পূর্ব্বকার লোকেরা বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। এক্ষণকার লোকে সেরূপ পারে না। পূর্ব্বকালে যখন কেবল গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা প্রদত্ত হইত, তখন বালকেরা তিনবার ভাত খাইত। পূর্ব্বকালে ভদ্র লোকেই কতকগুলা ঝুনা নারিকেলের শাঁস ও চিঁড়ে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিয়া হজম করিতেন। ইহা যে অত্যন্ত পুষ্টিকর আহার, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণকার অধিকাংশ লোকে এরূপ পুষ্টিকর আহার খাইয়া হজম করিতে পারে না। ইংরাজেরা যে পরিমাণে আহার করিতে পারেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গালীদিগের আহার নাই বলিলেই হয়। অধিক আহার করিয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারা শারীরিক বলের একটি প্রধান কারণ।

৫। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণের হ্রাস এ কালের লোকদিগের শারীরিক বল-বীর্য্য-ক্ষয় ও অল্পায়ুর আর এক কারণ। আমাদিগের বৈদ্য-গ্রন্থে লিখিত আছে, "আরোগ্যং কটুতিক্তেষু বলং মাংসপয়ঃসু চ"; কটু ও তিক্ত দ্রব্য স্বাস্থ্যকর এবং মাংস ও দুগ্ধ বলকর। এক্ষণকার সম্পন্ন মনুষ্য-দিগের মধ্যে মাংসাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে মাংস জুটিয়া উঠা ভার। এক একটি জাতির এক একটি প্রধান আহার আছে। গোমাংস যেমন ইংরাজ-দিগের প্রধান আহার, গোল আলু যেমন আইরিশ্‌দিগের প্রধান আহার, দাল রুটি যেমন হিন্দুস্থানীদিগের প্রধান আহার, তেমনি দাল, ভাত, দুধ, মাছ বাঙ্গালীদিগের প্রধান আহার। এই চারি দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ যেমন পুষ্টিকর, এমন অন্য পদার্থ নহে। পূর্ব্বে আপামর সাধারণ সকলেই যেমন দুগ্ধ খাইতে পাইত, এক্ষণে দুগ্ধ মহার্ঘ্য হওয়াতে সেরূপ পায় না। কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি বলিয়াছিলাম, যখন দুগ্ধ এত মহার্ঘ হইয়া উঠিল, তখন আর দেশের কিসে উন্নতি হইবে? তিনি হাসিলেন। কিন্তু আমার কথার তাৎপর্য্য আছে। বস্তুতঃ দুগ্ধ বাঙ্গালীদিগের শরীর রক্ষা ও শারীরিক বল বিধান পক্ষে এরূপ উপযোগী যে, তদভাবে আমাদের শারীরিক উন্নতির আশা নাই। দুগ্ধ কিরূপে সুলভ হইবে, তাহার কোন উপায় দেখিতে পাই না। সাহেবেরা গোমাংসভোজী; দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীরাও তাহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগ দেন। বাঙ্গালীরা গোমাংসভোজী হইলে আরো ভয়ানক হইয়া উঠেন। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। একবার উইল-সনের হোটেলে দুই বাঙ্গালী বাবু আহার করিতে গিয়াছিলেন। এক বাবুর গোরু ভিন্ন চলে না, তিনি খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বীল* হ্যায়?" খানসামা উত্তর করিল, "নহি হ্যায় খোদাওন্দ," বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীফ্‌ষ্টিক্† হ্যায়?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্‌স্‌টং ‡ হ্যায়?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাফ্‌স্‌ফুট্‌জেলি ¶ হ্যায়?" খানসামা উত্তর করিল, "ওভি নহি হ্যায় খোদাওন্দ।" বাবু বলিলেন, "গোরুকা কুচ্ হ্যায় নহি?" এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বাবু, যিনি এত গোমাংস প্রিয় ছিলেন না, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে! বাবুর জন্য গোরুর আর কিছু না থাকে ত খানিকটা গোবোর এনে দেনা?"। এ বিষয়ে যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাহারাও ইংরাজীওয়ালাদিগের অনুগামী হয়েন। এক জন পাড়াগেঁয়ে জমীদার কিছু দিন কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঠিক ইয়ং বেঙ্গলের মত পোষাগ পরিতেন ও উইলসনের দোকানে সর্ব্বদা যাইতেন। আপাততঃ দেখিলে কাহার সাধ্য যে বলে যে, তিনি ইংরাজী জানেন না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইংরাজীর "A" অক্ষর গোমাংস ছিল। কিন্তু প্রকৃত গোমাংস গোমাংস ছিল না। হোটেলের নিয়ম এই, যাহারা প্রত্যহ সেইখানে আহার করে, তাহাদিগকে প্রত্যেক দিনের আহারের খরচের এক হিসাব হোটেলওয়ালা দেয়। সেই সকল হিসাব বিলের বৌচরের কার্য্য করে। উল্লিখিত জমীদার বিলের টাকা দিবার সময়, হিসাব বুঝিবার সুবিধার

* Veal অর্থাৎ বাছুরের মাংস। † Beefsteak অর্থাৎ গোরুর বড় বড় রাঁধা টুগরো। ‡ Oxtongue অর্থাৎ গোরুর জিব। ¶ Calf's foot jelly অর্থাৎ বাছুরের খুর দ্রব করিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইংরাজেরা গোরুর খুরটি পর্য্যন্ত ছাড়েন না, তাহা দ্রব করিয়া খাওয়া হয়।

নিয়মিত প্রাত্যহিক ফর্দ্দের পৃষ্ঠে, কি আহার করিলেন, তাহা প্রত্যহ লিখিবার সংকল্প করিয়া, এক দিন সেই দিনের ফর্দ্দ আপনার ইয়ং বেঙ্গাল সহচরের নিকট বুঝিয়া লইয়া, তাহার পৃষ্ঠে "অর্দ্ধ সের গোমাংস" এই বাক্যটি বাঙ্গালায় লিখিয়া রাখিলেন। তাহাতে সেই সহচর তাহার প্রতি আপনার আন্তরিক ঘৃণা আর লুক্কায়িত রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোর সকল মাফ করিলাম, ইজের পেণ্টেলুন পরিলি, তাহা মাফ করিলাম, ক্যাপ মাতায় দিলি, তাহাও মাফ করিলাম, ফেটিং চড়িলি তাহাও মাফ করিলাম, ফের্ এর উপর আবার অর্দ্ধ সের গোমাংস ?"। এ দেশের লোকের পক্ষে গোমাংস অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য। একজন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেঙ্গাল বলিতেন যে, প্রত্যহ এ বেলা অর্দ্ধ সের আর ও বেলা অর্দ্ধ সের গোমাংস ভক্ষণ না করিলে বাঙ্গালী জাতি কথনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহাই করিতেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার এক ত্বাচ রোগ উপস্থিত হইয়া শরীর এমনি অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল ধরিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু উপরে যে, ভয়ানক গোখাদকদিগের কথা বলিলাম, এরূপ ভয়ানক গোখাদক দূরে থাকুক, সামান্য গোখাদকই বাঙ্গালীর মধ্যে কয়জন আছে ? অতি অল্পই আছে। প্রধান গোখাদক আমাদিগের ইংরাজরাজপুরুষেরা ও মুসলমানেরা। তাঁহারা গোরু খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলিলেন, এই জন্য দুগ্ধ মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনতম হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করিতেন শাস্ত্রে এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্য সময়ের হিন্দুগণ গোরুর উপকারিত্ব ও এ দেশে তাহার মাংস ভক্ষণের অস্বাস্থ্যকর দোষ প্রতীতি করিয়া, গোমাংস ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। গোরু যে রূপ উপকারী জন্তু, তাহার সম্বন্ধে এই রূপ

ব্যবহারই নিতান্ত কর্ত্তব্য। আকবর বাদশাহ তাঁহার রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সমুদায় হিন্দুবর্গের বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মহা অনিষ্টকর ও নির্দ্দয় প্রথা* এক্ষণে নিবারিত হইবার কিছুমাত্র আশা নাই। দুগ্ধ মহার্ঘ হওয়াতে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। শরীরের অসম্পূর্ণ পোষণ বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের অল্পায়ুর কারণ বলিয়া একজন ইংরাজ সংবাদপত্র সম্পাদক স্থির করিয়াছেন।† একে ইংরাজী সভ্যতা-জনিত প্রভূত পরিশ্রমের চাপ, তাহার উপর ভোজনশক্তির হ্রাস ও পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণের হ্রাস, ইহাতে কি রক্ষা আছে ?

৬। কৃত্রিম খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার। আমরা বাল্যকালে ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য যেরূপ অকৃত্রিম পাইতাম, এখন আর সেরূপ পাই না। জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৃত্রিমতা বাড়িয়াছে। এটি একটি সভ্যতার চিহ্ন। বিলাতে এরূপ কৃত্রিমতা বিলক্ষণ চলে। এখন খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে কি ছাই ভস্ম মিশায়, পূর্ব্বে যে সব জিনিস স্বাদু লাগিত, তাহা আর সেরূপ স্বাদু লাগে না। কেবল ছাই ভস্ম মিশায় এমন নহে, বিষবৎ দ্রব্য সকলও মিশায়, তাহা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। সুতরাং সেই সকল দ্রব্য ব্যবহারে যে আয়ু ও বলের ক্ষয় হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি ? অকৃত্রিম খাদ্যদ্রব্য কিছু অসাধারণ পদার্থ নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তাহা কি দরিদ্র কি ধনাঢ্য সকলেই ব্যবহার করিতে পায়।

---

* একজন বিদূষক কহিয়াছেন, "দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, নবনীত, ঘৃত, এই পাঁচটি দ্রব্য অমৃত। উদরপরায়ণ দুরাত্মা লোকেরা এই পঞ্চামৃত ভোজনে তৃপ্তি লাভ না করিয়া অমৃতের গাছ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলেন।"

† Friend of India.

কিন্তু এখন এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অকৃত্রিম খাদ্য দ্রব্য অসাধারণ পদার্থ, কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ব্যবহার করিতে পারেন। জিনিস ভেজাল করা কেবল ইংরাজী আমলে দৃষ্ট হইতেছে। মুসলমানদিগের আমলে এরূপ ছিল না। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের আমলে সকলে-তেই ভেজাল, সকলেতেই খাদ্, সকলই গিল্‌টি। মানুষেতেও ভেজাল, মানুষেতেও খাদ্, মানুষও গিল্‌টি।

৭। পানদোষের প্রবলতা। ব্রাণ্ডিরূপ অগ্নিময় পানীয়দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই অগ্নিতে কত ধনী, মানী ও বিদ্বানের প্রাণ আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এত দিন তাঁহারা জীবিত থাকিলে লোকসমাজের কত মঙ্গল সাধিত হইত! স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে দেশীয় মদ্য বিলাতি মদ্য অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর, কিন্তু ধর্ম্মের দৃষ্টিতে সকল প্রকার মদ্যপানই একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য! এ বিষয়ে আরো পশ্চাৎ বলিবার অভিলাষ রহিল।

৮। শরীর সম্বন্ধীয় ইংরাজী আচার ব্যবহার অবলম্বন শারীরিক বলবীর্য্য হানির এক প্রধান কারণ। আমরা ইংরাজী পড়িয়া শরীর রক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক মঙ্গলকর পুরাতন প্রথা পরিত্যাগ করিতেছি ও এ দেশের উপযুক্ত কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া অনেক ইংরাজী রীতি অব-লম্বন করিতেছি। ইংরাজী রীতি এ দেশের পক্ষে উপযুক্ত নহে। ইংরাজী রীতি অবলম্বন ও দেশীয় রীতি পালন, এই দুয়ের ফলাফলের প্রভেদ দেখাইবার জন্য আমি প্রথম প্রথা অবলম্বনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের সহিত দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বনকারী বৃদ্ধ মনুষ্যের তুলনা করিব। বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহার আমি সম্পূর্ণরূপে বিরোধী,

কিন্তু কৌতুকের অনুরোধে আমি বর্ত্তমান উপলক্ষে দুইটি বিমিশ্র বাক্য ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে দুটি বাক্য বর্ণ্যাকিউলর (Vernacular) বুড়ো ও এংগ্লিসাইজ্‌ড (Anglicizea) বুড়ো। এংগ্লিসাইজ্‌ড বুড়ো অপেক্ষা বর্ণ্যাকিউলর বুড়োর বয়ঃক্রম অধিক; কিন্তু এংগ্লিসাইজ্‌ড বুড়ো অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই বুড়ো হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ণ্যাকিউলর বুড়োর রাত্রি থাকিতে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বিছানাতে শুইয়া শুইয়া ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করেন,—ইহা কেমন চিত্ত-প্রফুল্লকর! তৎপরে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করেন,—ইহাতে শরীর কেমন ভাল থাকে। তাহার পর স্নান করিয়া ফুলের বাগানে গিয়া ফুল তুলে আনেন,—পুষ্পের সুগন্ধ শরীরের পক্ষে কেমন হিতকর! ফুল আহরণ করিয়া দেব পূজা করেন,—তাহা মনের প্রফুল্লতা সঞ্চার করিয়া শরীর মন উভয়ের বল সাধন করে। এক জন ইংরাজ সংশয়বাদী,—সংশয়বাদী হইয়াও আমাকে বলিয়াছিলেন যে, উপাসনা যেমন মনের টনিক্ অর্থাৎ বলকর ঔষধ, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এইত গেল বর্ণ্যা-কিউলর বুড়োর কথা। আর যিনি এংগ্লিসাইজ্‌ড বুড়ো, তিনি খানা খাইয়া ও ব্রাণ্ডি পান করিয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান; সূর্য্যোদয় কেমন করে হয়, তা কখন দেখেন নাই ও প্রাতঃকালের সুস্নিগ্ধ বায়ু কখন সেবন করেন নাই। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্‌লো, কিন্তু এমন সহজ কাজ যে, চক্ষু সম্পূর্ণ রূপে খোলা, ইহাও তাঁহার পক্ষে দুষ্কর কার্য্য বোধ হয়। শারীরিক গ্লানি অত্যন্ত, খোঁমারি হইয়াছে, বিপদ উপস্থিত!! এইরূপে ইংরাজী আহার পানে ও অন্যান্য ইংরাজী রীতি পালনে এংগ্লিসাইজ্‌ড বুড়োর শরীর নানা রোগের আধার হয়। আমি এই স্থলে দুই পক্ষের দুইটি একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম। সাধারণতঃ বলিতে

গেলে, ইংরাজীওয়ালারা প্রাচীন-রীতি-পালনকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় ডাঁটো ও সুস্থকায় নহেন। ইহার কারণ, তাঁহারা অনেক পরিমাণে ইংরাজী আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইংরাজীওয়ালারা যত রুগ্ন ও অল্পায়ু, টোলের অধ্যাপকেরা সেরূপ নহেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইংরাজীওয়ালারা অনেক পরিমাণে ইংরাজী আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন, টোলের অধ্যাপকেরা সেরূপ চলেন না। আমাদিগের দেশের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া আমাদিগের চলা কর্ত্তব্য।

৯। দুর্ভাবনা বৃদ্ধি। পূর্ব্বকালের লোক এক্ষণকার লোকের ন্যায় সুখপ্রিয় ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন না ; তাঁহাদিগের অভাব অল্প ছিল, এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন। এক্ষণে যেমন সকল লোকের মুখে দুর্ভাবনার চিহ্ন সকল পরিলক্ষিত হয়, সে কালের লোকদের সেরূপ লক্ষিত হইত না। তাঁহারা দিব্য করে প্রফুল্ল চিত্তে পিঁড়ি ঠেস দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকিতেন ; যে কেহ আসিত, আপনি চক্‌মকি ঠুকে তামাক খাওয়াইতেন ও তাহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেন। তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা মনের সুখ অধিক ভোগ করিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনায়াসে জীবিকা লাভ করিতেন ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়াছে, জীবিকা লাভ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লোকে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। লোকের ভাবিতে ভাবিতে অস্থি পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় অভাব, ইউরোপীয় প্রয়োজন ও ইউরোপীয় বিলাসিতা এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্ট রূপে অবলম্বিত হইতেছে না।

লোকের দুর্ভাবনা বৃদ্ধি যে তাহাদের আয়ু ও শারীরিক বলবীর্য্য ক্ষয়ের এক প্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

১০। এদিকে যেমন দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা প্রতি-বিধানার্থ আমোদ প্রমোদ নাই। পূর্ব্বকালে সঙ্গীত চর্চ্চার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রত্যেক গ্রামে ও সহরের প্রত্যেক পল্লীতে গাওনার আড্ডা ছিল। সেখানে দশ জনে একত্রিত হইয়া গাওনা বাজনা করিত, কিন্তু এক্ষণে এই সব গাওনার আড্ডা বিরল হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে লোককে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেখা যায় না। উচ্চ উচ্চ পদাভিষিক্ত বৃদ্ধ ইংরাজদিগকে আফিসের কাজ করিয়া র‍্যাকেট কোর্টে খেলিতে ও তাহার পরে বাটীতে আসিয়া পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইতে দেখা যায়। তাঁহারা এই রূপ নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গালীদিগকে নির্দ্দোষ আমোদ করিতে দেখা যায় না, এই জন্য তাঁহারা ক্রমে রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন। নির্দ্দোষ আমোদ শরীররূপ কলের চরবি স্বরূপ।

১১। বাবুগিরির বৃদ্ধি। সেকালে এতদ্দেশে দুএকটি বাবু ছিল; এক্ষণে সকলেই বাবু। পূর্ব্বে মোটা চাল্‌চলন সাধারণ ছিল; এক্ষণে বাবুয়ানা চাল্‌চলন সাধারণ ও মোটা চাল্‌চলন বিরল। এক্ষণে কি ভদ্র, কি ইতর লোক, উপার্জ্জনশীল হইলেই গাড়ী পাল্‌কি ব্যতীত এক পাও চলিতে পারে না।* পূর্ব্বকার অধিকাংশ ভদ্র লোকও এরূপ

---

* এক্ষণকার বাবুরা অতি কৃপাযোগ্য গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিবেন, তথাপি হাঁটিয়া পথ চলিবেন না। একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়ীখানি মন্থর-গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষিরাজের বংশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও

শারীরিক-পরিশ্রম-বিমুখ ছিলেন না। ইহাতে তাঁহারা এক্ষণকার লোক অপেক্ষা সুস্থ ও বলিষ্ঠকায় হইতেন।

উপরোক্ত কারণ সকলে এদেশের লোকে বিশেষতঃ ভদ্রলোকে ক্রমে ক্ষীণ, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন। পল্লীগ্রামের রীতি, ভদ্র লোক সকল নিজে বাজার করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে পল্লীগ্রামের বাজারে ভদ্র লোক বৃদ্ধ অধিক দেখা যায় না। ছোট লোক বৃদ্ধই অধিক দেখা যায়। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভদ্র লোক অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন।

শারীরিক বলবীর্য্যের বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলা হইল। অতঃপর বিদ্যাশিক্ষা ও মানসিক উন্নতির বিষয়ে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিদ্যাশিক্ষার বিষয় বলিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগের মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ে বলা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বাঙ্গালার আদর বেশী অবশ্যই বলিতে হইবে। আমরা যখন কালেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। যিনি আমাদের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কালেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের কালেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে এক দিন কালেজে যাইবার সময় রাস্তায় একজন সামান্য লোক একটি বাঙ্গালা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম্ম তাহাকে

চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, "শিরোমণি মহাশয়! আমার গাড়ীতে আসুন"; তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "বাবু। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাকে শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে।"

বুঝাইতে অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এতদূর লজ্জা উপস্থিত হইল যে, ললাটে স্বেদ-বিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কাগজ ফিরাইয়া লইয়া বলিল "বাবু! এ ইডিবিডি করা নয়, বাঙ্গালার থানি।" একবার এই সময়ের শিক্ষিত আমার একটি বন্ধু বয়স্ক অবস্থায় আমার বাসায় একদিন আসিয়া বলিলেন "আজ একটা বড় শুভ সমাচার শুনিলাম।" আমরা আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি সমাচার?" তিনি বলিলেন, "সোম-প্রকাশাদি সম্বাদ পত্রে না কি আন্দোলন হচ্ছে যে তিনটা 'স' উঠে গিয়ে একটা 'স' হবে, তা হলেই আমার বাঙ্গালা লেখার সুবিধা হবে।" তিনি একবার এক সভায় "অভিনন্দন পত্র" শব্দের পরিবর্ত্তে "রঘুনন্দন পত্র" বলে ফেলেছিলেন। ঐ সময়ে কালেজে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কোন প্রধান বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সহকারী পণ্ডিতকে ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়! এই শব্দের উচ্চারণ ব্র্যাঘ্‌ঘ না?" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "উহার উচ্চারণ ব্যাঘ্র।" অধ্যাপক মহা-শয় বলিলেন "আমি তাইত বল্‌ছি—ব্র্যাঘ্‌ঘ ব্র্যাঘ্‌ঘ।" উল্লিখিত সময়ের আর এক ব্যক্তিকে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে বক্‌সু খানসামা নামক কোন খানসামার নাম লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; তিনি "বক্‌সু" শব্দ কি প্রকারে লিখিবেন ভাবিয়া আকুল। যদি "বক্‌সু" লিখেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিবে যে কি মূর্খ! "কষ" এইরূপ না লিখিয়া "ক্ষ" লিখিলেই হইত, আর যদি "বক্ষু" লিখেন তাহা হইলে লোকে "বক্‌খু" উচ্চারণ করিবার সম্ভাবনা। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি ইংরাজী অক্ষর X এর সাহায্য লইয়া "বxু" এইরূপ লিখিলেন। প্রথম প্রথম

যাঁহারা কালেজে পড়িতেন, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বিদ্যা এইরূপ ছিল। এখন সে দিন গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এ বড় দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃতের চর্চ্চা তদ্রূপ হইতেছে না। বাগ্‌দেবী সরস্বতী গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া রাইন নদীর তীরে আশ্রয় লইয়াছেন। বাগ্‌দেবীর এরূপ অন্তর্ধানের জাজ্বল্যমান প্রমাণ, ভট্টাচার্য্যদের দুর্দ্দশা। তাঁহাদের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের স্ত্রীর ছিন্ন বস্ত্র, চালে খড় নাই, বাড়ে মাটী নাই; এক এক লোকের হয়ত অনেকগুলি ছেলে; কি করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিবেন ভাবিয়া অস্থির!* এই উৎকট দণ্ড তাঁহারা কেন প্রাপ্ত হইতেছেন? কেবল সংস্কৃত চর্চ্চা করেন বলিয়া। জগতের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অদ্বিতীয় ভাষা। সর্ উইলিয়ম জোন্স বলিয়া গিয়াছেন, যে সংস্কৃত ভাষা "More copious than the Latin, more perfect than the Greek and more exquisitely refined than either."—এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষা শিক্ষা করান বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আমাদিগের নিকট হইতে এই ঘোরতর শাস্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজী ভাষা শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি বটে, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহার দ্বারা যথার্থ বিদ্যা উপার্জ্জন যাহাকে বলে তাহা হইতেছে না। শিক্ষা প্রণালীর দোষ ইহার প্রধান কারণ। যে রূপে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল হইতে পারে না। আমি স্বয়ং কোন স্কুলের হেডমাষ্টর ছিলাম। আমি করিতাম কি, না, নিজে বালকদিগকে পুস্তকের কোন স্থানের অর্থ একেবারে বলে দিতাম না, প্রশ্ন কৌশলে সেই স্থানের

* প্রথমবার মুদ্রিত পুস্তকে এই স্থল পাঠ করিয়া আমার কোন দরিদ্র ভট্টাচার্য্য বন্ধু অশ্রুপাত করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।——গ্রন্থকার।

প্রকৃত অর্থটি তাহাদিগের মুখ দিয়া বাহির করাইতাম। আর কেবল এইরূপ করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। উপস্থিত পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ পাড়িয়া ছাত্রদিগের বহুজ্ঞতা যাহাতে জন্মে এমন চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এ রূপে পড়ানোতে পরীক্ষার ফল মন্দ হইতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আমার নিন্দা হইতে লাগিল। আমার একটি বন্ধু, তিনিও নিজে একজন শিক্ষক ছিলেন; তিনি আমাকে দাদা দাদা করিতেন। তিনি আমাকে এক দিন বলিলেন, "দাদা! তুমি ভাল কচ্ছো না, তোমার দুর্নাম হচ্ছে—ছেলেদের গেডিয়ে দেও," (অর্থাৎ ক্রমিক মুখস্থ করাও) "আজকাল না গেডাইলে কোন মতে পরিত্রাণ নাই।" মানসিক বৃত্তি পরিচালনা না করিয়া পড়ার পক্ষে (Key) কী গুলি বড় সুবিধাজনক। এই কী মুখস্থ করা বহুল অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। আমি বলি, বরং বিদ্যামন্দিরে সিঁদ কেটে ঢুকা ভাল, তবু এইরূপ চাবি দিয়া তাহার দ্বার খোলা কর্ত্তব্য নয়। ছেলেরা যাহা কীতে আছে, তাহাই অবিকল মুখস্থ করে। পরীক্ষা দিয়া আসিয়া দেখে, যাহা লিখিয়াছে, তাহা কীর সহিত মিলিয়াছে কি না? এক বার এক বালক এইরূপ মিলাইবার সময় দেখিল, একটা "The" ভুল গিয়াছে, তাহার জন্য মহা দুঃখিত। ভূগোল গ্রন্থে অনেক সমান বর্ণনা থাকে বলিয়া Ditto শব্দ লিখিত থাকে। একবার প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়, যাহার Ditto সে বিষয় লইয়া প্রশ্ন দেওয়া হয় নাই; কিন্তু যে বিশেষ তত্ত্বটির পার্শ্বে Ditto লিখিত আছে, কেবল সেই তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে একটি বালক Ditto এই উত্তর লিখিয়াছিল। আমাদিগের দেশের এক জন প্রধান ব্যক্তি বলেন যে, ছেলেরা পরীক্ষা দিয়া আইসে না, বমি করিয়া আইসে। কথাটি শুনিতে

কিছু অশ্লীল, কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক্। মেন্ সাহেব এই গেডানো রীতির পোষকতা করিতেন। মেন্ সাহেবের একটা চমৎকার গুণ ছিল। যাহা ত্রিজগতের লোক কেহই ভাল বলিত না, তিনি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন। তিনি যাহা বলুন, গেডানো রীতিতে অনেক অনিষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে হিন্দুকালেজে কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত না ও এ গ্রন্থের একটু, ও গ্রন্থের একটু এরূপ করিয়া পড়ানো হইত না, ছাত্রদিগকে নিজে কতই পড়িতে হইত, তাহার সীমা নাই। তাঁহারা নিজে যাহা পাঠ করিতেন, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে শিক্ষক যাহা পড়াইতেন, তাহা অতি অল্প বলিতে হইবে। এক্ষণকার এণ্ট্রান্স কোর্স, ফার্ষ্ট আর্টস্ কোর্স ও বি, এ, কোর্স সমস্ত একত্র কর, কত বড় বই হইবে? ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যে কি বিদ্যা হইতে পারে?

শিক্ষাবিষয়ক আর একটি অভাব আছে, সে অভাব নীতি শিক্ষার অভাব। কোন স্কুলে ভাল করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছেলেরা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। নীতি শিক্ষা না হইলে, আমি বলি কোন শিক্ষাই হইল না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, অন্য মনুষ্যের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, জীবনের উদ্দেশ্য আমরা কিরূপে সম্পাদন করিতে পারি, কি প্রকারে পবিত্রমনা ও মহৎ হইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, ইহা জানা নীতি শিক্ষা ব্যতীত কি প্রকারে সম্ভবে? কালেজ ও স্কুলে বিশেষ করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না, ও বালকেরা সন্নীতি পালন করে কি না, এ বিষয়ে তত তত্ত্বাবধান নাই, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।

উপরে পুরুষদিগের শিক্ষার বিষয়ে বলিয়া স্ত্রীদিগের শিক্ষার বিষয়ে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। স্ত্রীলোকেরা দশ বার বৎসর বয়স

অবধি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে, তাহাতে কেবল বর্ণ পরিচয় ও শব্দ পরিচয় মাত্র হয়, তাহার পর আর লেখা পড়ার কোন চর্চ্চাই থাকে না। "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" গ্রন্থের রচয়িতা রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম প্রচারক; কিন্তু তাঁহার ঐ গ্রন্থে তিনি যে সকল বিদ্যাবতী স্ত্রীর উদাহরণ দিয়াছেন, আমাদিগের কোন স্ত্রীলোক অদ্যাপি সেরূপ বিদ্যাবতী হইতে পারেন নাই। আপনাদিগের অবশ্য সে দিবস বেশ স্মরণ হয়, যে দিবস পূর্ণকুম্ভ স্থাপন ও অশোক বৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক মহামহোৎসবের সহিত বীটন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, এবং 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই শ্লোক দ্বারা আলিখিত যান সকল স্কুলে বালিকা লইয়া যাইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত। মহাত্মা বীটন সাহেব যে অভিপ্রায়ে ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এত দিনে এত যত্নে তাহা সিদ্ধ হইল না। স্ত্রীলোকেরা এত দিনে উত্তম শিক্ষা লাভ করিতে পারিল না। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা উচ্চতর বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম, তাহা হটী বিদ্যালঙ্কারের* দৃষ্টান্ত দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের অল্প বিদ্যা হওয়া অপেক্ষা আদৌ বিদ্যা না হওয়া ভাল। ইংরাজ কবি পোপ বলিয়াছেন, "Little learning is a dangerous thing।" এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহাদিগকে কেবল অশ্লীল গল্প ও নাটক পাঠে পারগ করে। আমি বলি,

---

* হটী বিদ্যালঙ্কার এক জন বিদ্যাবতী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যা। ইহাঁর জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলার সোঞাই গ্রাম। ইনি বৈধব্য অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে কাশীতে টোল করিয়া সভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় বিদায় লইতেন।——গ্রন্থকার।

হয় স্ত্রীদিগের রীতিমত শিক্ষা দেও, নতুবা শিক্ষা দেওয়ায় কাজ নাই।* বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে বিশিষ্টরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কোন উৎকৃষ্ট প্রণালী আমাদের দ্বারা অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কোন চেষ্টা করি না। আমরা এ বিষয়ে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। স্ত্রীদিগের শিল্প-শিক্ষা এক প্রধান শিক্ষা; তাহাও ভাল রূপে হইতেছে না। তাহারা কেবল কার্পেটই বুন্‌ছে, কার্পেটই বুন্‌ছে। যদি তাহা না করিয়া পিরাণ শেলাই করিতে শিখে, তাহা হইলেও জানিলাম যে, কিছু উপকারে আইল। এক্ষণে স্ত্রীশিল্প কেবল বয়ে যাইবার একটি উপায় হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার বিষয় এই যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া পুনরায় পুরুষদিগের শিক্ষার বিষয়ে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এক্ষণে স্কুল, কালেজে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে কি বিশেষ উপকার দর্শিতেছে? কৈ অদ্যাবধি দুই একটি লোক ব্যতীত

---

* সম্পূর্ণ আলো অথবা সম্পূর্ণ অন্ধকার ভাল। কারণ আলো-আঁধারে পথ চলিতে গেলে পড়িয়া হস্ত-পদাদি ভগ্ন হইয়া যায়। আমাদিগের স্ত্রীলোকের বিদ্যা আলো-আঁধারে গোচ; ইহাতে কেবল বিপরীত ফল লাভ হয়। উহা অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকে সে ভাল।

"বিদ্যা-বলে অবিদ্যার অপরূপ ক্রিয়া।
মূর্খ হয়ে বেঁচে থাক্ আল্‌পানা দিয়া॥"——ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

হ. মো. গু.

আমরা আহ্লাদিত চিত্তে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এক্ষণে বীটন বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু ইংরাজীর প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে সংস্কৃতের প্রতিও সেরূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন স্ত্রীলোকদিগকে সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্যায় বোধ হয়।

১৮০০ শক, গ্রন্থকার।

সাহিত্য কিম্বা বিজ্ঞান বিষয়ে কেহ কিছু নূতন রকম লিখিতে অথবা নূতন আবিক্রিয়া করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্কুল কিম্বা কালেজ পরিত্যাগ করিয়া লেখা পড়ার চর্চ্চা অধিকাংশ লোক ছাড়িয়া দেয়। আমি স্বীকার করি, জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য যাঁহাদিগকে সমস্ত দিবস আফিসে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা সন্ধ্যার পরে আসিয়া যদি কিছু না করিতে পারেন, তাঁহাদিগের কতকটা ওজর আছে; কিন্তু যাঁহাদের সময় আছে, উপায় আছে, তাঁহারাও যে কালেজ পরিত্যাগ করিয়া পড়া শুনা একবারে ত্যাগ করিয়া বসেন, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। কোন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া কিম্বা কোন নূতন ভাবের কাব্য রচনা না হইবার বিশেষ কারণ এই। কালেজ অথবা স্কুল ছাড়িয়া লেখা পড়ার চর্চ্চা একবারে পরিত্যাগ করিলে কি প্রকারে এই প্রকার আবিক্রিয়া বা কাব্যরচনা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লেখা পড়ার চর্চ্চা রাখেন, তাঁহারা আবার কেবল হীন অনুকরণে রত। প্রাচীন কবি কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামবসু, ইঁহাদের কবিতা যেন ঠিক স্বভাবের হস্ত হইতে বাহির হই-য়াছে। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে সেরূপ সহৃদয়তা দেখা যায় না। এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্যে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ কহে। এক্ষণকার কোন কোন কাব্যে পূর্ব্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত আছে বটে; কিন্তু জাতীয়ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে। এই ত গেল লেখার বিষয়, কথোপকথনে এই হীন অনুকরণ আরো স্পষ্ট দেখা যায়। তাহার প্রধান চিহ্ন ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ একত্র মিশাইয়া বলা। আমরা এক্ষণে যেরূপ কথা কহি, তাহা শুনিলে ইংরাজেরা কিম্বা অন্য কোন বিদেশীয় লোক হাস্য না

করিয়া থাকিতে পারেন না। সে কালের লোক কৌতুকের জন্য ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ মিশাইয়া ছড়া প্রস্তুত করিতেন। যথা :—

"শ্যাম going মথুরায়, গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়,
বলে your Okroor uncle is a great rascal."

আমরা কৌতুকের জন্য নহে, গম্ভীরভাবে ঐরূপ ভাষায় কথা কহি। কিন্তু আমরা নিজে বুঝিতে পারি না যে, তাহা কত হাস্যাস্পদ। "আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctorকে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। Physic বেস্ operate করেছিল, four five times motion হলো, অদ্য কিছু better বোধ কোচ্চেন।" এ বিড়ম্বনা কেন? সমস্তটা বাঙ্গালায় না বলিতে পার, কেবল ইংরাজীতে কেন বল না? তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল। কোন কোন স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলে না, যথা ;—ডেস্ক, বেঞ্চ, টাউনহল, গবর্ণর জেনরেল প্রভৃতি। কিন্তু যেস্থলে বাঙ্গালা শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে স্থলে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা অন্যায়। যাঁহারা ইংরাজী কিছু জানেন না, ইংরাজী ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য তাঁহারা বাঙ্গালার সঙ্গে আরো ইংরাজী শব্দ মিশাল করিয়া বলেন। কোন কোন ভট্টাচার্য্য এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহাতে আরো হাসি পায়।* ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা সদি (Southey) বলিয়াছেন, "আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ ভাষা, অতি সুন্দর ভাষা। ইংরাজী ও জর্ম্মাণ ভাষার পরস্পর জ্ঞাতিত্ব অনুরোধে জর্ম্মাণ ভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু

---

* কোন কোন ভট্টাচার্য্য ইংরাজী ভাল জানেন না, এবং ইংরাজীতে না কথা কহিলে নয়। সংস্কৃত কালেজের কোন অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রদিগকে দ্বার বন্ধ করিতে বাঙ্গালায় না বলিয়া ইংরাজীতে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "give the door"।—গ্রন্থকার।

যেখানে একটি খাঁটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেখানে যে ব্যক্তি লাটিন অথবা ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার করে, মাতৃ-ভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য তাহাকে ফাঁসি দিয়া তাহার শরীর খণ্ড বিখণ্ড করা উচিত।" যাঁহারা বাঙ্গালা কথোপকথনের সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে একবারে এরূপ উৎকট দণ্ড না করিয়া একটি ভদ্র উপায় প্রথম অবলম্বন করিলে ভাল হয়। যদি দেখা গেল, ভদ্রতায় কিছু হইল না, শেষে সদি-বিহিত দণ্ড আছে। সে ভদ্র উপায় এই,— যখন কেহ ইংরাজী মিশিয়ে কথা কহিবেন, তখনই বলা যাইবে "ভাষায় আজ্ঞা হউক।" এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণের একটি শ্যামা ঠাকুরাণী ছিল, সেই শ্যামা ঠাকুরাণীটি তাঁহার উপজীবিকার একমাত্র উপায় ছিল। লোকে সেই ঠাকুরাণীর পূজা দিত; তাহাতে তাঁহার গুজ্‌রান হইত। এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি গাঁজাটি টেনে দেবালয়ের দ্বারে বসিয়া আছেন, মনে হইল, দেবী ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেবতারা কখনই ভাষায় কথা কহেন না, দেববাণী সংস্কৃততেই কথা কহিয়া থাকেন। তিনি ত সংস্কৃত জানেন না, অতএব দেবীকে বলা হইল, "মা! আমি অতি মূঢ়, ভাষায় আজ্ঞা হউক।" এই "ভাষায় আজ্ঞা হউক" কথাটা আমাদের শিখে রাখ্‌তে হবে; ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কেহ বাঙ্গালা বলিলেই ঐ কথা বলিতে হইবে।

শুদ্ধ গ্রন্থ লেখা ও কথোপকথনে হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়, এমন নহে; সকল বিষয়েই ঐ হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে লেখা হয়। কোন্ ইংরাজ ফ্রেঞ্চ অথবা জর্ম্মাণ ভাষায় স্বদেশীয় লোককে পত্র লিখে? যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী লিখিতে শিখিতেছেন, তাঁহারা ঐ ভাষায় লেখা অভ্যাস করিবার জন্য

ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারেন, কিন্তু বয়স্ক লোকে এরূপ করেন কেন? বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হয় কেন? ইহার মানে কি? যে সভার সভ্যেরা বাঙ্গালী, সে সভার কার্য্য বিবরণ ইংরাজীতে রাখা হয় কেন? ডিবেটিং ক্লব, জুবিনাইল ক্লব প্রভৃতি সভা, যাহার উদ্দেশ্য ইংরাজী চর্চ্চা এবং ইংরাজী শিক্ষার্থী বালকেরা যাহার সভ্য, সে সকল সভার সভ্যেরা ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য সভার কার্য্য বিবরণ ইংরাজী ভাষাতে রাখিতে পারেন, কিন্তু প্রবীণ লোকের সভা যাহা অন্য উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সভ্যেরা তাহার কার্য্য বিবরণ ইংরাজীতে রাখিয়া মাতৃভাষার কেন অবমাননা করেন, ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে এত বাক্য ব্যয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, যাহাতে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হয়, তাহা কখন অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে হইতে মহৎ বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইবে। আর এক কথা এই, যাহা মাতৃভাষা সম্বন্ধীয়, তাহা আমরা আদৌ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি কেন?

উপজীবিকা সম্বন্ধে এই বলা আবশ্যক, যে এক্ষণে যেমন ইউরোপীয় অভাব সকল দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি তাহা মোচনের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য বিশিষ্ট রূপে অবলম্বিত হইতেছে না। ইউরোপে এত শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, এখানে কেবল মাত্র এক চাকরী দ্বারা কি এত ভদ্রলোকের জীবিকা নির্ব্বাহিত হইতে পারে? হাইকোর্টের একজন উকীল সম্প্রতি শামলা মাথায় দিয়ে প্রত্যহ হাইকোর্টে বেরিয়ে কিছু হয় না দেখে, শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে,

ধোপার কাজের এক কারখানা খুলিলে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ হয়। বস্তুতঃ জগৎশুদ্ধ লোক কি কখন কেরাণী অথবা স্কুল মাষ্টর অথবা উকীল হইতে পারে? শিল্প বাণিজ্যের দিক্ দিয়া কেহ পথ চলে না। অনেকে বারিষ্টার অথবা সিবিলিয়ান্ হইবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন, কিন্তু কয় জন সেখানে শিল্প অথবা যন্ত্রবিদ্যা শিখিতে যান? শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি। ইং-লণ্ডের উপর আমাদিগের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি, বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেসলাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে, আমরা আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না। বাহিরে সেক্সপীয়র, মিল্টন ও ডিফরেন্শিয়ল কেলকুলসের চাক্‌চিক্য, ভিতরে সব ভুওয়া। আমাদের সকল বিষয়েই সাহেবদের উপর নির্ভর, তাহাদের সাহায্য ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। শেষকালে ইংরাজেরা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিবেন, তবে কি আমরা আহার করিব? তাঁহারা বিদেশীয় লোক, তাঁহারা আমাদের জন্য যতটুকু করেন, আমাদের ততটুকুই ভাল। তাঁহাদের উপর আমাদের জোর কি? এই সকল ভারি গভীর বিষয়, এ সকল বিষয়ে অতি প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্যক। কিসে আমাদের জাতিত্ব থাকে, কিসে যায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের চলা আবশ্যক, নতুবা অত্যন্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

উপজীবিকার বিষয় বলিয়া এক্ষণে আমাদিগের সমাজের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের সমাজ এখনও প্রকৃতরূপে সংগঠিত হয় নাই। তাহার একটি সামান্য প্রমাণ দিতেছি। প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে; সেইরূপ পরিচ্ছদ সেই জাতীয় সকল ব্যক্তিই পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বাঙ্গালী জাতির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোন মজ্‌লিসে যাউন, এক শত প্রকার পরিচ্ছদ দেখিবেন; পরিচ্ছদের কিছুমাত্র সমানতা নাই। ইহাতে এক একবার বোধ হয়, আমাদিগের কিছুমাত্র জাতিত্ব নাই। বস্তুতঃ ঐক্য না থাকিলে প্রকৃত জাতিত্ব কিরূপে সংগঠিত হইবে? আমাদিগের কোন বিষয়ে ঐক্য নাই। ইহার উপর আমরা আবার অনুকরণ-প্রিয়। বাঙ্গালী জাতি অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয়; আমরা সকল বিষয়েই সাহেবদের অনুকরণ করিতে ভাল বাসি। কিন্তু বিবেচনা করি না যে, সে অনুকরণ আমাদের দেশের উপযোগী কি না, আর তদ্দ্বারা আমাদিগের দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে কি না? সাহেবেরা পর্য্যন্ত যে সাহেবী-প্রথা এ দেশের উপযোগী নহে মনে করেন, তাহাও আমরা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হই না। সাহেবেরা নিজে বলিয়া থাকেন, সাহেবী পোশাগ এ দেশের কোনমতে উপযুক্ত নয়, কিন্তু আমাদিগের দেশের কোন কোন ব্যক্তি ঐ পোশাগ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমাদিগের দেশের কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বিডন সাহেবের সহিত ধুতি চাদর পরিয়া দেখা করিতে যাইতেন, তাহাতে গবর্ণর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একবার গ্রীষ্মের সময় দেখা করিতে গিয়াছেন, গিয়া দেখেন যে, গবর্ণর সাহেব ঢিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছেন। আমাদিগের বন্ধুকে

দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,—"তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হচ্চে, ইচ্ছা করে তোমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকি।" আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,—"তাই কেন করুন না?" বিডন সাহেব বলিলেন,—"ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদিগের দেশাচার-বিরুদ্ধ, সুতরাং কেমন করে করি?" আমাদিগের বন্ধু উত্তর করিলেন,—"আপনাদিগের বেলা দেশাচার বলবৎ, আর আমাদিগের বেলা তাহা কিছুই নহে, আপনারা এরূপ বিবেচনা করেন কেন?" চতুর্দ্দিকে হীন অনুকরণের প্রবলতা দৃষ্ট হইতেছে। প্রতি পদেই অনুকরণ, ইহাতে আন্তরিক সারবত্তার হানি হইতেছে, বীর্য্যের হানি হইতেছে, আমরা অন্য সমাজীয়দের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি। কি আশ্চর্য্য! সাহেবেরা যাহা করিবেন, তাহাই ভাল, আর সব মন্দ। এ উপলক্ষে একটা গল্প মনে পড়িল। কতকগুলি লোক এক বাসায় থাকিত। তাহারা এক দিন একটা কাঁঠাল ক্রয় করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বড় ইংরাজভক্ত এবং কাঁঠালভক্তও ছিলেন; আর আর সঙ্গীদিগের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহাকে কাঁঠালের ভাগ ফাঁকি দেয়। একজন উহার মধ্যে বলিয়া উঠিল, "ইংরাজেরা কাঁঠাল খায় না।" তিনি অমনি কাঁঠাল ভক্ষণে বিরত হইলেন, আর আর বন্ধুরা সমুদয় কাঁঠাল খাইয়া ফেলিল। ইংরাজেরা না থাকিলে কোন সভা জাঁকে না। ইংরাজেরা ভাল না বলিলে কোন কার্য্যের মূল্য হয় না। সকল কাজেই রাঙ্গামুখের বার্ণিষ চাই। এ বিষয়ে আর একটা গল্প মনে হইল। একবার এক ব্যক্তি আর একজনকে বলিতেছিল, "ওদের বাটীতে পূজার বড় ধূম, গোরায় লুচি ভাজ্‌ছে।" যে কার্য্য গোরায় করে, তাহার ভারি মূল্য। এখন আমাদের সকল কার্য্যেই গোরার দ্বারা লুচি ভাজান চাই! সামাজিক বিষয়েতেও

সাহেবদিগের সাহায্য চাই। সাহেবেরা হিন্দুসমাজ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেরূপ বিজ্ঞতা ফলান, তাহা দেখিলে আমার হাসি উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদূত নামক একখানি সম্বাদ পত্র ছিল।* তাহার সহিত সংবাদ প্রভাকরের ঝগড়া হইয়াছিল। আপনারা জানেন, সংবাদপত্র সম্পাদকেরা কিরূপ বিবাদপ্রিয়। তাঁহাদের ঝগড়া দেখিয়া ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া সম্পাদক তাহার মধ্যস্থতা করিতে গেলেন। বঙ্গদূত বলিল, "হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, এ আবার আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কোথা থেকে এল?" সেই অবধি দুর্দ্ধর্ষ ফ্রেণ্ড একেবারে চুপ্। এইরূপ অনেক সময় হিন্দুসমাজের আন্দোলনে সাহেবদিগের বিজ্ঞতা ফলান দেখিয়া আমরাও বলিতে বাধ্য হই যে, "হচ্ছিল ভোলা ময়রা ও নীলু রামপ্রসাদে, আবার আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কোথা হতে এলো?" আমাদের অর্থ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বিলাতে আপীল হয়, এখন সামাজিক বিষয়েতেও বিলাত আপীল হইতেছে! সম্প্রতি এক বাঙ্গালী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক কোন বিষয়† লইয়া বিবাদ হইতেছিল। দুই পক্ষ বিলাতের লোকদিগের নিকট আপীল করিলেন, তাঁহারা এক পক্ষে ডিক্রী দিলেন। যে পক্ষ জিতিলেন, তাঁহাদের কতই বা আনন্দ! যে পক্ষ হারিলেন, তাঁহাদের কতই বা বিষাদ! যাঁহারা বিলাতে যান নাই, তাঁহারা বিলাতের এইরূপ পক্ষপাতী। যাঁহারা বিলাতে গিয়াছিলেন,

---

* বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত-সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

† সে বিষয় উপাসনালয়ে প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রীলোক বসিবে কি না।——গ্রন্থকার।

তাঁহাদের ত কথাই নাই। বাঙ্গালীরা এখন ক্রমাগত বিলাতে যাই-তেছে। যেমন কাশীতে ও প্রয়াগে বাঙ্গালী পাড়া হইয়াছে, তেমনি লণ্ডনে এক বাঙ্গালী পাড়া না হইয়া উঠে। লোকে যেমন কাশীতে মরিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনি সম্প্রতি বিলাতের ফেরত একজন যুবক ডাক্তার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া লণ্ডনে মরিবার ইচ্ছা করিয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল; তিনি যেমন কাশীধামে পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পূর্ব্বে যেমন যুবকেরা পশ্চিমে পলাইত, এক্ষণে তেমনি তাহারা বিলাতে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল যুবক কোমলস্বভাব এবং এরূপ ভীরু যে, অন্ধকারে এ ঘর হইতে ও ঘরে একেলা যাইতে অক্ষম, তাহারা পর্য্যন্ত বিলাতে যাইতেছে। যেমন কুলকামিনীদিগের উপর জগন্নাথের ডোর নামিলে তাহারা পুরী যাইতে কোন বাধা বিঘ্ন মানে না, ইহাঁরাও সেই রূপ বিলাতে যাইতে কোন বাধা বিঘ্ন মানেন না; এঁদের উপর বোধ হয়, বলরামের ডোর নামে। বলরামের সহিত ইংরাজদিগের তিন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। প্রথম,—বর্ণ বিষয়ে, দ্বিতীয়,—বল বিষয়ে; তৃতীয়,—মদ্যপান বিষয়ে। মহাভারতে উক্ত আছে, অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত দেবলোকে গিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের দেবলোক বিলাত। এক্ষণে বাঙ্গালীরা বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যান। শ্রুত হওয়া যায়, এই দেবলোকে দেবকন্যারা না কি মোহনী মন্ত্র জানেন। তাঁহারা বাঙ্গালীদের ভুলাইয়া রাখেন। এই জন্য পিতার সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেবকন্যাদিগের অনুরাগ প্রভাবে পুত্রের মন হইতে মানবকন্যার প্রতি অনুরাগ তিরোহিত হইয়া যায়। আমি বিলাতে যাইবার প্রতিপক্ষ নহি। বিলাতে যাইলে অনেক উপকার আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই

যে, যাঁহারা বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত একেবারে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা এক্ষণে বিলাত হইতে ফিরিয়া আইসেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে নোকসানের খাতায় লিখিতে বাধ্য হয়েন। বাবু বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া ফিরিয়া আসিলেন, না কাহারো সঙ্গে পোশাগে মিলে, না কাহারো সঙ্গে ব্যবহারে মিলে। কোথায় তাঁহারা যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আইলেন, সেই জ্ঞানালোকে স্বদেশীয়দিগকে বিভূষিত করিবেন, না একবারে সমাজ ছাড়া হয়ে বস্লেন। তাঁহারা উভয় দলের ত্যাজ্য হয়েন। বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে তো তাঁহাদিগের মিলে না, ইংরাজেরাও তাঁহাদিগকে অনুকরণকারী শাখা-মৃগ বলিয়া ঘৃণা করে। কেন যে আমাদিগের দেশের লোক ইংরাজ-দিগের এত গোঁড়া হয়েন, কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞবর লব সাহেব বলেন, "আমাদের রীতি নীতি এমন দোষাশ্রিত যে, দিন দিন তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইতেছে। বাঙ্গালীরা কেন সে সকল নির্দ্দোষ মনে করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার অনুকরণ করে, বুঝিতে পারি না।" এই ইংরাজী অনু-করণের দরুণ সমাজ সংস্কারের গতি বিপথগামী হইতেছে। প্রকৃত গতিতে যদি সমাজ সংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সমাজ সংস্কার কার্য্য এত দিনে যে কত অগ্রসর হইত, তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারকেরা যদি স্বদেশীয় ভাবকে পত্তনভূমি করিয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন সন্দেহ নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইঁহারা এই ভাবে সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় ধর্ম্ম, কখন এদেশে স্থায়ী হইবে না, এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম "অধিকারতত্ত্ব।" সেই গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেছি।

"ইংরাজদিগের রীতি, নীতি, ভাবভঙ্গী, অনুকরণ করার ইচ্ছা আমাদিগের যুবকগণের মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় ভাবভঙ্গী রীতি নীতির অনুকরণ করা কেবল হীনতা মাত্র। তাহাকে উদ্ধার বলে না, তাহা হীন অনুকরণ শব্দের বাচ্য। ইংরাজী বিদ্যার যোগে এ দেশে যাহা আসিতেছে, অনেকে তাহাই অনুকরণ করিতেছেন। ইংরাজেরা শিক্ষা দিলেন, ভূত প্রেত নাই, তাহারাও ভূত প্রেত মানিলেন না; পশ্চাৎ ইংরাজী পুস্তকে লিখিল, ভূত প্রেত আছে, আবার মানিলেন। এদেশের লোক মদ্যপায়ী ছিল না, যুবা পুরুষেরা ইংরাজদিগের অনুকরণে পান করিতে শিখিলেন; পশ্চাৎ ইংরাজেরা সুরাপান-নিবারণী সভা করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহারাও সভা করিলেন। একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণ কহিলেন যে, যীশুকে মানব ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ না করিলে মুক্তি নাই; তাঁহারাও যীশুকে অবলম্বন করিলেন। আবার যদি ইংরাজেরা কহেন, যীশুকে ধর্ম্মের মধ্যে রাখা উচিত নহে, তখন তাহারাও যীশুকে ত্যাগ করিবেন। হিন্দু শাসন কালে আমাদের দেশের স্ত্রীগণ এখনকার ন্যায় গৃহে রুদ্ধা থাকিতেন না। মুসলমানদিগের অনুকরণে বা ভয়ে আমাদের বর্ত্তমান অবরোধ-প্রণালী অবলম্বিত হইল। এখন ইংরাজের রাজ্য, অতএব আমাদের যুবাগণ আপনাপন স্ত্রীদিগকে বিবীদিগের ন্যায় সভা মজলিশে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চাৎ যদি ইংরাজেরা অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতার

প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন,* তখন এদেশের লোকেরা আপনাদের স্ত্রীদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না। দেশীয় লোকেরা শাস্ত্রকথা শুনিবার বা শাস্ত্র পড়িবার অনুরোধ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু ইংরাজেরা হিন্দুশাস্ত্র পড়েন, দেখিয়া অনেকে পড়িতে যান। বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র বা পুস্তক পড়িতে ভাল লাগে না, কেবল ইংরাজী পুস্তক ও সংবাদ পত্র পড়িতেই ভাল লাগে। ইংরাজী ঔষধ ভাল, বাঙ্গালা ঔষধ মন্দ; ইংরাজী খাদ্য ভাল, বাঙ্গালা খাদ্য মন্দ; ইংরাজী পাদরী ভাল, বাঙ্গালা পাদরী মন্দ; ইংরাজী বাইবেল ভাল, হিন্দু শাস্ত্র মন্দ; ইংরাজী সব ভাল, দেশীয় সব মন্দ।

"কিন্তু হে স্বদেশ-হিতৈষি! তুমি এমন মনে করিও না যে, সমুদায় ভারতবর্ষ এরূপ ইংরাজী ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে। * * * স্ব-জাতীয় ভাবে মানবের স্বাভাবিক অধিকার। সে অধিকার হইতে স্বভাবতঃ কেহই ভ্রষ্ট হইবেক না। যদি ইংরাজেরা ঋণকৃত স্বজাতীয় ধর্ম্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট না হন, তবে আমরাই কি এত হীন হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার উৎপন্ন ধর্ম্মভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইব? যদি ইংরাজেরা স্থূলধর্ম্ম প্রতিপাদক বাইবেল ত্যাগ না করেন, তবে আমরাই কি এত মূঢ় হইয়াছি যে, ভারতমৃত্তিকার মঙ্গলপ্রসূনস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র ত্যাগ করিব? এই সকল ধর্ম্মভাব, এই সকল ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্র, যাহার গুরুভাবের সহিত শতকোটি বাইবেল, ইঞ্জিল, তওরেৎ, জবুর, কোরাণ ও জাবেস্তা এবং পারকর, নিউম্যান,

---

"* এই বর্ত্তমান সময়েই সাহেবেরা তাঁহাদের অতিরিক্ত স্ত্রীস্বাধীনতায় বিরক্ত হইয়া প্রাচীন কালের শাসন প্রণালীর পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছেন।—Saturday Review, vide Englishman, 6th May, 1871."—(অধিকারতত্ত্ব প্রণেতার নিজের নোট।)

কাণ্ট, কুজিন প্রভৃতির স্তূপায়মান গ্রন্থ সমূহ সমতুল্য হয় না, তাহাতে আমাদের যে আত্মীয় ও স্বজাতীয় এই দ্বিবিধ অধিকার যুগপৎ আছে, তাহা মনে করিলেও পিতামহ পুরাণ পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়।"

উল্লিখিত মহাশাস্ত্র সকলকে মূল করিয়া ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে আমাদিগের প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের এমন একটি কার্য্য নাই, উহার সম্বন্ধীয় এমন একটি বিশুদ্ধ মত নাই, যাহার প্রমাণ আমাদিগের শাস্ত্রে না পাওয়া যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে এমন একটি সদুপদেশ নাই, যাহা আমাদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায় না; সমাজ সম্বন্ধে এমন একটি সুরীতি নাই, যাহা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না, এবং যাহা এক্ষণে হিন্দুভাবে প্রচার না করা যাইতে পারে। হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা ঐ কার্য্যে সুসিদ্ধ হইতে পারি।

চরিত্র বিষয়ে একালে দুইটি বিষয়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে। এক উৎকোচ গ্রহণে বিরতি, আর এক স্বদেশপ্রিয়তা। সেকালে ঘুষ লওয়া একটা বড় দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। কারণ বড় ছোট প্রায় সকল লোকেই উহাতে কিছু না কিছু লিপ্ত থাকিতেন। এখন সুশিক্ষিত দলের মধ্যে ঘুষ লওয়া বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সে কালের লোকদিগের স্বদেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য বোধ ছিল না; এখন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে সে কর্ত্তব্য বোধ জন্মিতেছে, বলিতে হইবে। চরিত্র সম্বন্ধে যেমন দুই একটি বিষয়ে উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে, তেমনি তৎসম্বন্ধে অনেক দোষ জন্মিতেছে। তাহা অতি শোচনীয়।

চরিত্র সম্বন্ধে এক্ষণকার লোকের প্রথম দোষ, পিতৃভক্তির হ্রাস। নিজ কর্ম্মস্থলে বৃদ্ধ পিতা আসিলে তাঁহাকে পিতা বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে বাবু লজ্জিত হয়েন ও কোন কোন বাবু বাবার পরিবার অর্থাৎ মাকে খেতে দিতে হয় বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন, এইরূপ গল্প সকল শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল গল্প সম্পূর্ণরূপে সত্য না হউক, তথাপি এই সকল গল্প উঠা এক্ষণকার লোকের মনের ভাবের পরিচয় প্রদান করে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বৃদ্ধ পিতা হৃষ্টচিত্তে তাঁহার এক বৃদ্ধ বন্ধুকে স্বীয় উপযুক্ত কীর্ত্তিমান্ পুত্রের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য লইয়া গেলেন; পিতা ও তাঁহার বন্ধু গদির নীচে বসিলেন, আর পুত্র গদির উপর বসিয়া রহিলেন। চাণক্য শ্লোকে উক্ত আছে যে,— "পুত্র ষোড়শ বৎসর প্রাপ্ত হইলে তাহার সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিবে।" উপযুক্ত পুত্রের সহিত পিতার এইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু পুত্রের উচিত হয় না যে, পিতার প্রতি কোন অসম্মানের চিহ্ন প্রদর্শন করেন। কিন্তু পিতার প্রতি অসম্মানের চিহ্ন প্রকাশ করিতে এক্ষণে অনেক যুবককে দৃষ্টি করা যায়।

এক্ষণকার লোক পানাসক্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেশ্যাসক্ত। মদ্যপান যে আমাদের বর্ত্তমান সমাজে অতি ভীষণ অনিষ্টপাতের কারণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন, পরিমিত মদ্যপানে দোষ নাই। কিন্তু ইহা যে কুদৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া কত অনিষ্ট সাধন করে, তাহার অন্ত নাই। পিতা কিম্বা শিক্ষক পরিমিত মদ্যপায়ী হইলেও বাবা কিম্বা মাষ্টার মদ খান ত আমি খাব না কেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যুবকেরা মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু তিনি যে পরিমিতরূপ পান করেন, তাহা বিবেচনা না করিয়া আশু অপরিমিত পানে প্রবৃত্ত হয়। এ বিষয়ে

বাবা ও মাষ্টারেরও অধিক দিন সাবধান থাকা কঠিন। তাঁহারাও অধিক দিন মিতপায়ী থাকিতে পারেন না। পরিমিত মদ্যপান কেমন, না,—বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। সেই ছিদ্র দিয়া জল প্রবেশ করিয়া ক্রমে বাঁধ যেমন নষ্ট করে, সেইরূপ পানদোষ পরিমিত পানরূপ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে। আমি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, পূর্ব্বে কালেজের ছাত্রেরা এই দোষে যেরূপ লিপ্ত ছিলেন, এক্ষণকার ছাত্রেরা সেরূপ লিপ্ত নহেন। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনি বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সে কালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্ব্বে গ্রামের প্রান্তে দুই এক ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত; এক্ষণে পল্লিগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমন বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা কিন্তু সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতে থাকে।*

এক্ষণকার লোকেরা পূর্ব্বকার লোক অপেক্ষা অধিক অসরল। এখন পদে পদে খলতা, অসরলতা; এখন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া শীঘ্র বুঝিবার যো নাই যে, তাহার মনের ভাব কি? এখন বাহিরে, "আলিতে

---

* প্রকৃত সভ্যতা কাহাকে বলে তজ্জন্য আমার প্রণীত "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার" ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।—গ্রন্থকার।

আজ্ঞা হউক," "ভাল আছেন" "মহাশয়" ইত্যাদি দাঁত বাহির করা সভ্যতা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরস্পর এমনি কৌশল চলিতেছে যে, তুমি যদি "বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।" এক্ষণে ছদ্ম ব্যবহার অতিশয় প্রবল। এ বিষয়ে বহরমপুর নিবাসী সুকবি রামদাস সেন এক্ষণকার লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খুব সত্য।

"কত ভাবে ভ্রম তুমি কত সাজ পর।
বঙ্গ-রঙ্গ-আগারেতে অভিনয় কর॥
দেশের হিতের জন্য করি প্রাণপণ।
এখানে সেখানে ফের মহাব্যস্ত মন॥
পীযূষ বর্ষণ মুখে হৃদে ক্ষুরধার।
মরি কি বঙ্গের সুত চরিত্র তোমার! ॥"

এক্ষণে প্রতারণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ধর্ম্মসাক্ষী অথবা সূর্য্যসাক্ষী তমঃসুকে কাজ চলিত, বোধ হয় কোন কোন পুরাতন বাড়ীর পুরাতন কাগজ পত্র খুঁজিলে তাহার মধ্যে এরূপ তমঃসুক এখনো পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে চারিদিকে আঁটাআঁটি করিলেও লোকের প্রতারণা নিবারিত হয় না।

এখনকার লোকদিগের স্বার্থপরতা বড় প্রবল। এ কাল অপেক্ষা সেকালে পল্লির লোকদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি অধিক ছিল। পূর্ব্বে গ্রামসম্পর্ক পাতান হইত ও যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক পাতান হইত তাহার প্রতি লোকে তদনুরূপ ব্যবহার করিত; তাঁহারা "দেহ সম্বন্ধ হতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা"* জ্ঞান করিতেন। এমন কি ইতর লোকের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ পাতান হইত ও ঐরূপ সম্বন্ধানুসারে ব্যবহারের সময় অনেক পরিমাণে

* চৈতন্য চরিতামৃত।

জাতিভেদের নিয়ম পালন করা হইত না। বাটীতে কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে পাড়ার লোকে আসিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত; এমন কি গৃহমার্জনী পর্য্যন্ত লইয়া গৃহমার্জন করিত। পূর্ব্বকার লোকেরা আপদ বিপদে পাড়ার লোক সকলের বিশেষ সহায়তা করিতেন, এখন তেমন দেখা যায় না। দূরস্থ পল্লিগ্রামে সে কালের ভাব এখনও দৃষ্ট হয়। সে কালে কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে এক সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছাতি হাতে করিয়া বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া কে কেমন আছে, কাহার কি হইয়াছে, এই সব তত্ত্ব লইতেন।* সে গ্রামের যে সকল চাকুরে লোকদিগকে সর্ব্বদা বিদেশে থাকিতে হইত, তাঁহার উপরে তাহারা স্বগৃহের আবশ্যক কর্ম্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। তিনি তাহা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতেন। এমন কি, কাহারো বাড়ীতে পুষ্করিণী খনন হইতেছে, বাড়ীরকর্ত্তা বিদেশে, তিনি রৌদ্রের সময় ছাতী ঘাড়ে করিয়া বসিয়া খনন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ ছিল; দেশবিদেশ হইতে রোগী সকল তাহা লইতে আসিত। তিনি কখন কখন তাহাদের মলমূত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। এমন পরহিতৈষিতা এখন কোথায় দেখা যায়? এক্ষণে আতিথেয়তা ধর্ম্মেরও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সে কালের এমন সকল গল্প শুনা আছে যে, এক এক লোকের বাড়ীতে রাশীকৃত অন্ন পাক হইত; সেই রাশীকৃত অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। কেবল বাড়ীর কর্ত্তা যিনি,

---

* প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রতি দিন প্রাতঃকালে আপনার পল্লিমধ্যে প্রত্যেক বাটীতে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। যাহার বাটীতে যে দিন অন্নের অসংস্থান থাকিত সেই দিন তাহার বাটীতে মাসাধিক চলে এমন তণ্ডুলাদি পাঠাইয়া দিতেন। তন্নিমিত্ত তিনি স্বীয় পল্লিমধ্যে কর্ত্তা উপাধি প্রাপ্ত হন।

তিনিই ঘি খাবেন, এ বড় খারাব কথা, সেই সঘৃত অন্ন অতিথি অভ্যাগত সমুদায় লোককে ভোজন করাণ হইত। এখন এমনি হইয়া উঠিয়াছে, বাগান হইতে আম্র আইলে তাহার মধ্যে হিসাব মত কয়েকটা রেখে বাকী বাজারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। পূর্ব্বে বাটীতে লোক আইলে তিনি যাহাতে অধিক দিন থাকেন, লোকে এমন আগ্রহ প্রকাশ করিত, পূর্ব্বে ঘটি বাঁধা দিয়া লোকে অতিথিসেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণে অতিথি বাটী হইতে বেরুতে পারিলে বাঁচে। এখনও কলিকাতা অপেক্ষা পল্লিগ্রামে অধিক আতিথেয়তা আছে। যেমন অন্য দেশীয় লোক অপেক্ষা স্বদেশীয় লোক নিকটতর, তেমনি অন্য স্বদেশীয় লোক অপেক্ষা আত্মীয় কুটুম্ব নিকটতর। এই নিকটতর সম্পর্কবোধ ক্রমে হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বকার লোকেরা আত্মীয় স্বজনের যেমন সম্বাদ লইতেন, এক্ষণকার লোকে তেমন লয় না। বদান্যতা বিষয়েও একালের লোকদিগের হীনতা দৃষ্ট হয়। এক্ষণকার বদান্যতা চাঁদাপুস্তকগত বদান্যতা, আন্তরিক বদান্যতা নহে। পূর্ব্বকার বদান্যতা আড়ম্বরশূন্য ছিল; এক্ষণকার বদান্যতা সাড়ম্বর। এখনও পল্লিগ্রামে অনেক আড়ম্বরশূন্য বদান্যতার কার্য্য হইয়া থাকে; তাহা সাহেবদের গোচর হয় না। তাঁহারা অনুমান করেন যে, বাঙ্গালীদিগের বদান্যতা নাই। যাহা হউক, গড়ে একালে স্বার্থপরতার অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সভ্যতার অপর নাম স্বার্থপরতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি পোনের টাকা মাসে উপার্জ্জন করিত, সে আট টাকা পরিবার প্রতিপালনে ব্যয় করিয়া বাকী সাত টাকা পরোপকারে ব্যয় করিতে সমর্থ হইত, এক্ষণে সে সেই সাত টাকা সভ্যতার অনুরোধে বিলাসের দ্রব্যে ব্যয় করিতে বাধ্য হয়।

কৃতজ্ঞতাধর্ম্মেও এক্ষণকার লোকদিগকে পূর্ব্বকার লোক অপেক্ষা হীন দেখা যায়। পূর্ব্বকার লোকে যেমন সরলতাপূর্ব্বক উপকার স্বীকার করিতেন, এক্ষণকার লোকে সেরূপ করে না। স্বকীয় গৌরব নাশের আশঙ্কায় তাহারা তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে। এক্ষণকার একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলেন যে, তিনি যাহার যত উপকার করিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে তত অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তি-দিগের উপর একবারে এমনি চটিয়া গিয়াছেন যে, কাহারও উপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। এরূপ চটিয়া বসিয়া থাকা অন্যায়; কিন্তু এরূপ চটিবার বিশেষ কারণ আছে, তাহাও অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা যে বিখ্যাত ব্যক্তির কথা বলিতেছি, তিনি বস্তুতঃ চটিয়া বসিয়া থাকেন না, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে চটিয়া থাকিতে দেয় না।

এক্ষণে সুখপ্রিয়তা, বিলাসপরায়ণতা ও বাবুগিরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন শুনা গিয়াছে, পূর্ব্বকালের কোন দেওয়ান নৌকা হইতে উঠিয়া বাড়ী যাইবেন; যেখানে নৌকা হইতে নামিলেন, সেখান হইতে তাঁহার বাটী ১০।১২ ক্রোশ দূর। পালকী আসিয়া পৌঁছে নাই; তিনি হাঁটিয়াই চলিয়া গেলেন। এখন দুপা হাঁটিতে হইলে সম্পন্ন লোকে বিপদ জ্ঞান করে। সেতুবন্ধ রামেশ্বরের লোকেরা বাবুকে "জবড়জঙ্গ্" বলিয়া ডাকে; বাবুর এমন উপযুক্ত আখ্যা আর কোন খানে শুনি নাই। দেওয়ান বাটীতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবধূর প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছে; সূতিকা গৃহের জন্য কাষ্ঠ চাই। কিন্তু দেখেন, ভৃত্যেরা কোন কারণ বশতঃ কেহ উপস্থিত নাই; কি করেন, নিজেই কাঠ চেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণকার লোকে এরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে অত্যন্ত বিমুখ। এখন লেখাপড়া শিখিলেই কেবল বাবু

হইবার চেষ্টা। কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তিনি স্বীয় গ্রামের কৃষকদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাহাতে উল্টা ফল উৎপত্তি হইতে লাগিল। ছেলেদের পিতারা বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আমার ছেলেকে আর পড়িতে দেওয়া হবে না। আমাদের বাপ পিতামহের প্রথা চাসবাস করা, ছেলেরা তাহাতে সাহায্য করিয়া থাকে। এখন স্কুলে দেওয়া অবধি আমার ছেলে এমনি বাবু হয়ে পড়েছে যে, কেবল মোজা আর ইংরাজী জুতা পরিবার জন্য ব্যগ্র; আমার কোন কর্ম্মেই সে সাহায্য করে না।" এই কথা অনেক স্থলের নাইটস্কুলের ছাত্রদিগের পক্ষে খাটে।

চরিত্র বিষয়ে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের আর এক অবনতির চিহ্ন যুবকদিগের অশিষ্ট ব্যবহার। সে কালে যেমন প্রবীণ ব্যক্তির সম্মান ছিল, যেমন প্রত্যেক পাড়ায় এক জন করিয়া কর্ত্তা থাকিতেন, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত, সকলেই তাঁহার বশম্বদ থাকিত, সেরূপ ভাব এখন দৃষ্ট হয় না। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকে মানে না, কেহ কাহার তোয়াক্কা রাখে না। স্বাধীনতার ভাব ভাল ভাব, কিন্তু বয়সের প্রতি, বিজ্ঞতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান করা কর্ত্তব্য। ঔদ্ধত্য কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। যুবকেরা অত্যন্ত মান্য ব্যক্তির বিষয়েও কথোপকথনের সময়—"তিনি" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "সে" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে; "করিয়াছেন" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "করিয়াছে" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। নিউটন ও বেকনও এই অশিষ্টাচার হইতে অব্যাহতি পান না। কিন্তু আপনার স্ত্রীর প্রতি তাহাদিগকে এরূপ অসম্মান প্রকাশ করিতে কখন দৃষ্ট হয় না। পায়ে পা ঠেকিয়াছে, হয় ইংরাজী শিষ্টাচার অনুসারে "বেগ ইওর পার্ডন" বল,

অথবা বাঙ্গালী প্রথা অনুসারে "নমস্কার" কর, ইহার কিছুই করে না। রাস্তায় মান্য ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে, হয় ইংরাজী প্রথানুসারে মাথা নোয়াও অথবা বাঙ্গালী প্রথা অনুসারে নমস্কার কর, কিন্তু কিছুই করা হয় না। তাঁহার প্রতি এমনি ব্যবহার করা হয়, যেন তাঁহার সঙ্গে কোন কালে আলাপ নাই। কোন কোন যুবককে গুরুতর ব্যক্তি যে কেদারায় বসিয়া আছেন, তাহার উপর ইংরাজী কেতা অনুসারে পা রাখিতে দৃষ্ট হয়। অশিষ্টতা ইহা অপেক্ষা অধিক গমন করিতে পারে না।

এই ত পুরুষদিগের কথা গেল। এক্ষণে এ কালের স্ত্রীলোকদিগের কথা কিছু বলিতে চাই। সে কালের স্ত্রীলোকেরা একালের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক শ্রমশীলা ছিলেন। এক্ষণে সম্পন্ন মানুষের বাটীতে স্ত্রীলোকেরা যেমন দাস দাসী ও পাচক পাচিকার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতে বিমুখ, সে কালের স্ত্রীলোকেরা সেরূপ ছিলেন না। সে কালের বড় বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে গৃহকার্য্য নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য করিতে, শারীরিক পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছু। এ বিষয়ে বিলাতের শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তাঁহারা এরূপ বাবু নহেন।* এক্ষণকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীদিগের ন্যায় সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা স্বহস্তে পাক করা অসম্মানের কার্য্য মনে করিতেন না।

---

* "বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কাল মাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তিত হয় না। যদি আধুনিক বাঙ্গালীরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে, সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমবিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য।"——বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৮১।

বিলাতে মধ্যে সম্পন্ন লোকের স্ত্রীরা পাক ক্রিয়ার প্রতি অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়াছিলেন ; এক্ষণে তাঁহারা তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন। এক্ষণে মহা প্রদর্শনের স্ফাটিক গৃহে একজন সূপশাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তি ঐ শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন ; অনেক বিবি তাহা শুনিতে যান। এক্ষণে পাক ক্রিয়ার উন্নতি সাধন জন্য স্ত্রীলোকদিগের একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সভার কর্ত্রী মহারাণীর এক কন্যা। আমাদিগের দেশ এক্ষণে সকল বিষয়ে বিলাতের অনুবর্ত্তী। যখন বিলাতে এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইতেছে, তখন ভরসা হইতেছে, এখানেও ঐ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইবে। সম্প্রতি বিলাতের একটি বিবি বাঙ্গালী দ্বারা সম্পাদিত কোন ইংরাজী সম্বাদপত্রের সম্পাদককে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা চিরকাল পাকক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ জন্য বিখ্যাত ; এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ যেন ন্যূন না হয় ; তাহা হইলে তজ্জন্য বিলাতের বিবিরা এক্ষণে যেমন অনুতাপ করিতেছেন, সেইরূপ অনুতাপ করিতে হইবে। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক আত্মনির্ভরশালিনী ছিলেন। তাঁহারা শিশু সন্তানের সামান্য সামান্য রোগে চিকিৎসকের উপর এত নির্ভর করিতেন না, নিজে চিকিৎসা করিতেন। এ বিষয়ে সে কালের স্ত্রীলোকদিগের যে জ্ঞান ছিল, তাহা অবজ্ঞা করা আমাদের উচিত হয় না। এখনও সে কালের যে সকল গিন্নিবান্নি জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল ঔষধ জানিয়া লইয়া তদ্বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। শিশুসন্তানদিগের প্রতি তেজস্কর বিদেশীয় ঔষধ প্রয়োগ করা তাহাদিগের রুগ্ন প্রকৃতি ও দৌর্ব্বল্যের প্রধান কারণ। সে কালের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক স্নেহশীলা ও দয়াশীলা

ছিলেন। স্বামীর ও পুত্রের প্রতি, স্ত্রীলোকের ত স্বভাবতঃ স্নেহ হইয়া থাকে। স্বামী ও পুত্র ব্যতীত অপরের প্রতি দয়া ও স্নেহ করাই ধর্ম্ম। সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা বাটীস্থ আত্মীয়, পরিজন ভৃত্য সকলের ভাল করিয়া আহার হইল কি না, তাহা নিজে সম্পূর্ণ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেন। এক্ষণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের স্ত্রীরা সেরূপ দেখেন না। পতিভক্তি ও পতিনিষ্ঠা আমাদিগের হিন্দু স্ত্রীদিগের প্রধান গৌরবস্থল। এবিষয়েও এ কালের স্ত্রীলোকদিগের হীনতা দৃষ্ট হইতেছে।

উপরে ভদ্র স্ত্রীপুরুষদিগের চিত্র প্রদর্শিত হইল। যখন ভদ্রলোকেরা এরূপ, তখন ছোট লোকেরা ভাল থাকিবে, ইহা কিরূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমাদিগের দেশের ছোট লোকেরা অন্যান্য দেশের ছোট লোক অপেক্ষা ধীর, সৎ, বিশ্বাসী ও ধর্ম্মভীরু। ইউরোপ খণ্ডের ছোট লোকেরা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুবিশেষ বলিলে হয়। ইহার প্রমাণ জাহাজী ও সৈনিক গোরাদিগের আচরণ। আমাদিগের দেশের ছোট লোকেরা এরূপ নহে। ইহার প্রধান কারণ পূর্ব্বকার ভদ্র লোকদিগের দৃষ্টান্ত এবং রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিগর্ভ কথা সর্ব্বদা শ্রবণ। কিন্তু এক্ষণকার ভদ্র লোকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে ছোট লোকদিগের মধ্যে পানদোষ ও অসৎ ব্যবহার ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণে সেরূপ সততা ও ধর্ম্মভীরুতা দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে প্রভু ভৃত্যের মধ্যে যেরূপ একটি স্নেহ ভাব দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রভুদিগের ব্যবহার ইহার একটি প্রধান কারণ বলিতে হইবে। তাঁহারা ভৃত্যদিগের প্রতি সে কালের লোকের মত সদয় ব্যবহার করেন না, ইংরাজী চলনে চলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ নির্ম্মায়িক ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইঁহারাও সেইরূপ

করিয়া থাকেন। ইহাঁদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য "সুখদুঃখানি তুল্যানি যথা-ত্মনি তথা পরে" অর্থাৎ সুখ দুঃখ আপনার যেমন পরেরও সেইরূপ। সাহেব তাঁহাদিগকে অপমান করিলে তাঁহাদিগের মনে যেরূপ গ্লানি উপস্থিত হয়, তাঁহাদিগের ভৃত্যদিগকে অপমান করিলেও তাহাদিগেরও সেই রূপ হইয়া থাকে।

উপরে প্রদর্শিত চিত্র অবলোকন করিলে প্রতীতি হইবেক যে, চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের পুরাতন গুণগুলি হারাইতেছি, অথচ ইংরাজদিগের সদ্গুণ সকল অনুকরণ করিতেছি না। বিলাতের অনেক ভদ্র ইংরাজেরা চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ স্থল হইতে পারেন। এমন শুনা গিয়াছে, তাঁহারা ব্রাণ্ডি পান করেন না, তাঁহারা ব্রাণ্ডির নাম পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের নিকট উচ্চারণ করা অশিষ্টাচার জ্ঞান করেন। তাঁহাদের স্বার্থপরতা অল্প, আতিথেয়তা বিলক্ষণ আছে, সরলতা বিলক্ষণ আছে, কৃতজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে। কৈ, বিলাতের ভদ্র ইংরাজদিগের এই সকল ভদ্র গুণ ত আমরা অনুকরণ করি না? কৈ, সাধারণ ইংরাজবর্গের সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা ও শ্রমশীলতা ত আমরা অনুকরণ করি না? তাঁহাদের যত মন্দ গুণ, তাই অনুকরণ করি। এ দিকে এই অধম প্রবৃত্তি, ও দিকে সমস্ত হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা, এই দুইটি একত্র মিলিত হইয়া যে কি অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তালরস বৃক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া নৈসর্গিক নিয়মানুসারে পরিমিত সূর্য্যকিরণ সেবনে মধুর গুণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা বহির্গত করাইয়া অনৈসর্গিক রূপে অপরিমিত সূর্য্যকিরণ সেবন করাইলে, তাড়িতে পরিণত হয়। সেইরূপ যদি হিন্দুসমাজ আপনাতে আপনি

থাকিয়া অর্থাৎ আপনার মর্য্যাদা না হারাইয়া স্বীয় আচার ব্যবহার সকলকে পাশ্চাত্য আলোক স্বাভাবিক ক্রমে সেবন করায়, তাহা হইলে তাহা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া, উহা আপনাতে আপনি না থাকিয়া, ঐ সকল আচার ব্যবহারকে ঐ আলোক অস্বাভাবিক আতিশয্যের সহিত সেবন করাইতেছে; ইহাতে কেবল এই ফল হইতেছে যে, উক্ত সমাজ গাঁজিয়া উঠিয়া ভ্রষ্টাচার রূপ জঘন্য তাড়ি উৎপন্ন করিতেছে। আবার, যাঁহারা এই জঘন্য তাড়ি পান করেন, তাঁহাদের মত্ততাই বা কত!

চরিত্র বিষয়ে দেশস্থ লোকের অবনতির কারণ তাহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে অবনতি। ধর্ম্মের প্রধান উপাদান ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পরকালের ভয়। সে কালের লোকের বিশ্বাস যেরূপ থাকুক না কেন, ঈশ্বরের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং পরকালের ভয় ছিল; এক্ষণকার লোকদিগের সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিদ্যানুশীলনের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে সত্যজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান উপাদান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পরকালের ভয়, সে সকল ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এক্ষণকার সাকার উপাসকদিগের আপনাদিগের উপাসিত দেব দেবীতে তত বিশ্বাস নাই; তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম এক্ষণে কেবল তামসিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণকার নিরাকার উপাসকদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, সরলচিত্ত বিশ্বাসী সাকার উপাসকেরা যেমন তাঁহাদের দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তাঁহারা কি নিরাকার ঈশ্বরকে সেইরূপ সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করেন? সে কালের পৌত্তলিকেরা যেরূপ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিতেন, তাঁহারা কি তাঁহাদের ধর্ম্মের নিয়ম, বিশেষতঃ উপাসনার নিয়ম সেইরূপ পালন করিয়া

থাকেন? পূর্ব্বকালের লোকেরা যেমন সকল কার্য্যে পরকালের ভয় করিতেন, তাঁহারা কি সেইরূপ করিয়া থাকেন? সে কালের লোকেরা যেরূপ ধর্ম্মভীরু, সরল, স্নেহশীল ও দয়াশীল ছিলেন, তাঁহারা কি সেইরূপ ধর্ম্মভীরু, স্নেহশীল ও দয়াশীল? এক্ষণে সভা, বক্তৃতা, উৎসব রূপ ধর্ম্মামোদের প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি; ধর্ম্ম সাধনের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্যের প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি; সেই উপদেশানুসারে কার্য্যের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। লোকে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া বলে, "বেস বক্তৃতা করিয়াছে,— বেস বক্তৃতা করিয়াছে।" কিন্তু যে উপদেশ শুনা হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে, অতি অল্প লোকেই চেষ্টিত হয়। এই অবস্থায় যে এক্ষণে এই দেশে কেবল ধর্ম্মোদাসীনের দল,—কেবল ধর্ম্মশূন্য লোকের দল বাড়িবে, তাহার সন্দেহ কি? ধর্ম্ম সমাজ-রক্ষার পত্তনভূমি। যে সমাজের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে সমাজের কি উন্নতির আশা করা যাইতে পারে? নাস্তিকতা ও তজ্জনিত পাপাচরণ জন্য অত বড় ফ্রান্সের কি দুর্দ্দশাই না হইল? যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে ঐরূপ দুর্দ্দশাই ঘটে।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের রাজ্য বিষয়ক অবস্থাও সন্তোষজনক নহে। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আত্মশাসনে অক্ষম। আমাদিগকে এক্ষণে অনেক দিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এক প্রভু গিয়া আর এক প্রভু হইতে পারে, কিন্তু হয়ত সেই প্রভু, আমাদিগের বর্ত্তমান প্রভুরা যত ভাল, তত ভাল না হইতেও পারেন। অতএব এতদ্দেশে ইংরাজদিগের রাজত্ব স্থায়ী হয়, আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষেরা আমাদিগের ন্যায্য আশা পূরণ

করেন না। পূর্ব্বে সাহেবেরা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এক্ষণে ইংলণ্ড গমনের সুবিধা হওয়াতে এদেশের প্রতি সাহেবদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা মমতা কমিয়া গিয়াছে, আর সেরূপ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর বাড়ীতে গিয়া কোন সাহেব তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করেন না এবং তাহার সন্তানদিগকে আদর করেন না। সে কালের বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেন না, তাঁহারা রাজ্যতত্ত্ব তত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন না, আর সাহেবেরাও তাঁহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতেন। এক্ষণে নানা কারণে চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদিগের কোন কথাই চলে না। গ্রীক পুরাণে লিখিত আছে যে, ট্যাণ্টেলস্ নামক এক ব্যক্তি নরকে একটি অদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পিপাসায় আকুল, কিন্তু যেমন সে স্রোতের জল পান করিতে যায়, তেমনি জল তার ওষ্ঠদ্বয় হইতে পলায়ন করে। আমাদিগের দশা সেইরূপ হইয়াছে। আমরা যখন মনে করি যে, রাজ্য সম্বন্ধীয় কোন সুখ লাভ করিলাম, অমনি সেই সুখ আমাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করে। আমরা ইংরাজী শিক্ষা না করিতাম; এ বিড়ম্বনা অপেক্ষা সে বরং ভাল ছিল। কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন :—

"Where ignorance is bliss,
'Tis folly to be wise."

"যখন অজ্ঞতায় সুখ, তখন বিজ্ঞ হওয়া অজ্ঞতার কর্ম্ম।" এবিষয়ে আরো অনেক বলা যাইতে পারে। কিন্তু বক্তৃতা আরো দীর্ঘ হইবে বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইলাম।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করুন,—যখন আমরা শারীরিক বলবীর্য্য হারাইতেছি,—যখন দেশীয় সুমহৎ সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের চর্চ্চা হ্রাস হইতেছে,—যখন দেশীয় সাহিত্য ইংরেজী অনুকরণে পরিপূর্ণ,—যখন দেশের শিক্ষা প্রণালী এত অপকৃষ্ট যে, তদ্দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ না হইয়া কেবল স্মৃতি শক্তির বিকাশ হইতেছে,—যখন বিদ্যালয়ে নীতি শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে না,—যখন স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত,—যখন উপজীবিকার আহরণের বিশিষ্ট উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে না,—যখন সমাজ সংস্কারে আমরা যথোচিত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না,—যখন চতুর্দ্দিকে পানদোষ, অসরলতা, স্বার্থপরতা ও সুখপ্রিয়তা প্রবল,—যখন আমাদিগের রাজ্য সম্বন্ধীয় অবস্থা শোচনীয়—বিশেষতঃ যখন ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত হীন,—তখন গড়ে আমাদিগের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, তাহা মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।

কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যে হেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। যখন বাঙ্গালী দ্বারা কোন কালে অনেক কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তখন এমত আশা করা যাইতে পারে যে, সেই বাঙ্গালী দ্বারা পুনরায় অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজারা, যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।

রাজকুমার বিজয়সিংহ, যিনি পিতা কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কতকগুলি অনুচরের সহিত সমুদ্রপোতে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহলে গমন করিয়া উক্ত উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সিংহ উপাধি হইতে ঐ উপদ্বীপ সিংহল নামে আখ্যাত হইয়াছে, তিনি একজন বাঙ্গালী ছিলেন। চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর, যাঁহারা সমুদ্রে গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। দেব-পাল, ভূপাল, মহীপাল প্রভৃতি সার্ব্বভৌম সম্রাট্, যাঁহারা কর্ণাট হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ সকলকে করপ্রদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ"

যিনি জাহাঙ্গীর পাদ্‌শার সেনাপতিদিগকে হিম্‌সিম্ খাওয়াইয়াছিলেন, তিনি এক জন বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হীন; কিন্তু যখন এই বর্ত্তমান হীন অবস্থাতেও তাহারা কিছু কিছু কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন এমন আশা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে তাহারা অধিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। বর্ত্তমান কালের একজন বাঙ্গালী সাহেবদিগের মধ্যে "Fighting Moonsiff" অর্থাৎ "যুদ্ধ-কুশল মুন্সেফ" নাম লাভ করিয়াছিলেন এবং সিপাহীদিগের বিদ্রোহের সময়, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পক্ষে যুদ্ধ করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীরা এক্ষণে ভীষণ সমুদ্র-তরঙ্গ পার হইয়া ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক তথায় মহা সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে। বাঙ্গালীরা এক্ষণে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দিয়া

কলির ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। ভারত-বর্ষে যেখানে বাঙ্গালীরা গমন করিতেছে, সেইখানে একটা কারখানা করিয়া তুলিতেছে। যথা,—অযোধ্যায়, জয়পুরে, কাশ্মীরে। বাঙ্গালীরা এক্ষণে ধর্ম্ম ও রাজ্য বিষয়ক আন্দোলনে ভারতবর্ষে অগ্রবর্ত্তী স্থান অধিকার করিতেছে। অতএব বাঙ্গালী দ্বারা যখন এতটুকু হইয়াছে, তখন যে অধিক হইবে না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি নীচকে উচ্চ করিতে পারেন ও উচ্চকে নীচ করিতে পারেন। এই বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত; কিন্তু হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি যাহা করিবে, ভারতবর্ষের আর কোন জাতি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। হয়ত এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন!

কলিকাতা:—নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।—সম্বৎ ১৯৩৬।